মরীচিকা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত



এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার
ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা

কলিকাতা
১নং বেথুন রো, ভারতমিহির যন্ত্রে
শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।
১৩৩০ সন

উৎসর্গ

সুকবি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বন্ধুবরেষু

খেয়ালের বশে হারাইলে পথ
এ মরুহিয়ার 'পরে ;—
দাহন রসের গহন সাধন,
ঊষর তৃষার সজল স্বপন—
মরুমর্মের মরীচিকা ধন
বন্ধু, তোমারি তরে।

যতীন

"মরীচিকা চাহি জুড়াব নয়ন
আপনারে দিব ফাঁকি।
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজ
আমরা খাঁচার পাখী"॥

রবীন্দ্রনাথ।

সূচী

মরীচিকা



বহ্নিস্তুতি

তপন তপ্ত, চিরঅতৃপ্ত, অনন্তরূপ বহ্নি!
শিবললাটিকা, প্রলয়াত্মিকা তুমি দীপশিখা তন্বী।
রক্তবসন, ভস্মআসন, বিশ্বশাসন জ্যোতি,
কান্ত ভয়াল, আঁধারের আলো, তোমায় করি গো নতি।
শিখায় শিখায় হেরি তব রূপ, রূপে রূপে তব শিখা,
তৃষিত মরুর নীরস অধরে তুমি ধর মরীচিকা।
নিখিল বিশ্বে খুঁজে' ফিরি' তোমা যত পতঙ্গ সবে,
হে বৈশ্বানর, অবিনশ্বর ভস্মে শান্তি লভে।
বিদ্যুতে তব ইঙ্গিত ঝলে, বজ্রে জাগিছে বাণী,
মানব চিত্তে, আণব নৃত্যে তোমারি সে টানাটানি।
বুকে বুকে আর জঠরে জঠরে তোমারি কঠোর দাহ,
প্রাণ হ'তে প্রাণে প্রণয়তন্ত্রী, তোমারি সে পরিবাহ।

জীবনে কি বনে, মাঝে মাঝে তুমি জ্বলে' উঠ দাবানলে,
বক্ষে চক্ষে পেতেছ আসন তৃষ্ণার শতদলে !
ধুক্‌ধুক্‌ এই হৃদিমূলে তব ধিকিধিকি কৌতুক,
সাগরে ডুবে'ও দগ্ধগিরির সমান দহিছে বুক !
শনির আঁখিতে তোমারি দৃষ্টি নিয়ত হানিছে শ্লেষ ;
অনাবৃষ্টিতে শুষিয়া জ্যৈষ্ঠে, ভাদ্রে ডুবাও দেশ।
দুর্ঘট মিল তুমিই মিলাও লোহায় লোহায় জুড়ে' ;
চিতার ফুল্কি উড়ে' লাগে পুনঃ চিত্তের জতুপুরে !
দুর্দ্দিনে তোমা সাধিয়া জ্বালাই সুদিনের সঞ্চয়ে,
সব সম্বল ভস্ম করিয়া উঠ যে দীপ্ত হয়ে।

আজ ভাবিতেছি তাই—
সকল জ্বালার সব দীপ্তির পরিণাম শুধু ছাই !
মিলন বিরহ ভাব ও অভাব যোগবিয়োগের কাজ,
থেমে গিয়ে যবে এ বিশ্ব হবে ভস্মের মহাতাজ,
বিভূতিভূষণ শঙ্কর একা রহিবেন যেই কালে,
তখনো কি তুমি আপন জ্বালায় জ্বলিবে তাঁহারি ভালে ?
হে সর্ব্বভুক্‌, এ দীন শমীর লক্ষ প্রণাম লহ,
কঠিন শীতল অন্তর তার আশীষদাহনে দহ।

—০—

শিবের গাজন

পাগলা শিবের বছুরে গাজনে
বেজেছে ঢাক !
কাল হবে দেনা-পাওনার কথা,
আজকে থাক্‌।
আগুন জ্বালিয়ে সন্ন্যাসী সবে
ওই 'ফুল' খেলে ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ রবে ;
পিঠমোড়া বাঁধা খায় ওরা বুঝি
চড়ক পাক !
থেকে থেকে থেকে বাজে ঝেঁকে ঝেঁকে
গাজুনে ঢাক।

ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ ব্যোমে লেগেছে রে ঐ
চড়ক পাক !
বন্‌ বন্‌ ঘুরে অনন্ত জুড়ে'
কালের চাক।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারাদল
লুটিয়া লুটিয়া ঘুরে নভোতল
আগুন ফুল্‌কি উল্কা উড়ায়ে
লাখের লাখ।
রশি ছিঁড়ে' ছুটে' ধূমকেতু দেয়
আগুনে পাক।

মাঝখানে তার রুদ্র পুরুষ
কে নাচে ওই,
মরা বছরের বুকের উপর—
তাথৈ থৈ !
চরণে ধ্বনিছে প্রলয় ছন্দ,
নিমীল নয়নে সৃর্জনানন্দ,
ধবল অঙ্গে বিভল ভঙ্গী
মরণজয়ী।
ডম্বরু ডিমি মিশায়ে বিষাণে
কে নাচে ওই !

দিগন্ত হ'তে সভয়ে ইন্দ্র
জুড়িছে কর ;
অরুণ বরুণ ধরণী নমিছে
চরণ 'পর।
আলোক-ছায়ার বাঘছাল ওরে,
খসিয়া লুটায় বনে প্রান্তরে,
সিন্ধু ফণায় ফুঁসিয়া ফেনায়
মরণ-চর।
নাচে শিব, নাচে রুদ্র নাচে রে
মহেশ্বর।

নাচে শিব নাচে সুন্দর নাচে
রুদ্রকাল !
জটায় গঙ্গা, ভালে শশী, গলে
অস্থিমাল।
সাথে নেচে ফিরে আদি ও অন্ত,
ঘোরে দিক ওরে ঘোরে দিগন্ত,
সুখে দুখে ঠুকে' ঘুরপাকে বাজে
রুদ্রতাল।
উছলে গঙ্গা, হাসে শশী, দোলে
অস্থিমাল।

জড়জীব তাঁর চড়কে ঘুরিয়া
হ'ল 'বেভুল';
তথাপি পড়েনা পাগল শিবের
মাথার ফুল !
বল্ সন্ন্যাসী মুখ ফুটে' বল্,
কে কোথা ডুবিয়া খেয়েছিস্ জল ?
রক্তনয়ন ডুবিছে তপন
না পেয়ে কূল।
দিন যায়, কেন পড়েনা শিবের
মাথার ফুল !

——o——

লক্ষ্মীর উদ্ধার

আজিকে সহসা চৌদিকে মোর উঠিল জাগি'
একি কলকল্লোল !
অন্ধ অচল সাগরের তল কিসের লাগি'
উন্মদ উতরোল !
একি এ ঝঞ্ঝা নৃত্যে মাতিল সাগর মাঝে,
কি রুদ্র গরজন !
শঙ্কাহরণ এ মহাশঙ্খ কোথায় বাজে,
নারায়ণ ! নারায়ণ !

আমার বুকের ঘূর্ণিশ্বাস পেয়ে কি ছাড়া
লাগিল সাগরজলে !
সিন্ধুমর্ম্ম বিপাকের পাকে কেন্দ্রহারা
ঘূর্ণনে ঘুরে' চলে !
ফণী কি হানিছে সুধার ভাণ্ড ভাঙিবে বলে'
ফণার আস্ফালন !
কাহার চক্রে সাগর দোলেরে নাগরদোলে ?
নারায়ণ ! নারায়ণ !

বরুণপুরীর রুদ্ধ কবাট ভেদিল কি রে
সকরুণ প্রার্থনা ?
লক্ষ ঊর্ম্মিমুখে ফুঁকে' উঠে কণ্ঠ চিরে'
আর্ত্তনাদের ফণা।

মন্দারে কিগো মন্থদণ্ড করেছে সবে,
শেষে কি করেছে রশি!
অনন্ত মম দুঃখ মন্থি' উঠিবে কবে
সুধাভরা শিশু শশী?
ঝলকি ছলকি লুটে' ছুটে' চলে প্রলয়ে মাতি'
জীবনের নিবেদন;
কার গদাঘায় ছিঁড়ে সরে' যায় অচল রাতি?
নারায়ণ! নারায়ণ!

কতকাল, ওগো! কতকাল আছি তোমায় ছাড়ি'
অতল জলধি-দহে?
অশ্রুতে মোর লবণ হ'ল যে সাগরবারি,
বাড়বে বেদনা বহে!
পাল তুলে' মোর আশার বাতাসে, যুগের খেয়া
কত করে পারাপার।
মেঘে মেঘে দূত দিকে দিকে বৃথা পাঠায়ে দেওয়া—
কেঁদে ফিরে বারবার।
শঙ্খে চক্রে গদায় উড়িছে প্রলয় অণু
পাবনা কি দরশন!
কার চারু করপরশপদ্মে অবশ তনু,
এলে কিগো নারায়ণ!

ঘুমের ঘোরে

প্রথম ঝোঁক

এস ত বন্ধু, আবার আজিকে বেড়েছে বুকের ব্যথা ;
তোমায় আমায় হয়ে যাক্ দু'টো কাটাছাঁটা সোজা কথা।
জগৎ একটা হেঁয়ালি—
যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খাম-খেয়ালি!
পৃথিবী ঘুরিছে বেমালুম যেন মাখম-মাখান পথে,
ছোট বড় কত টানে অবিরত টলে না সে কোন মতে।
সৃষ্টি চমৎকার—
ঠোকাঠুকি নাই, গতি-বিজ্ঞানে বাঁধা আছে চারিধার।
সে দিন বন্ধু, পথে পড়েছিনু, ছুটাইলে তুমি ঘোড়া,
লোহা-বাঁধা তার পদাঘাতে মোর ঠ্যাংটি হইল খোঁড়া!
দেখি চলিবার কালে,
গতি-বিজ্ঞানে লেখা নাই তবু খোঁড়া ঠ্যাংই পড়ে খালে।

সেদিন আবার টেনে নিয়ে গেলে ভক্তের সভাতলে,
"ঠাকুরের, আহা! অপার করুণা" কেঁদে কেঁদে তারা বলে
দেখিছ যেটারে দুঃখ—
ঠাওর করিয়া দেখ—সেটা সুখ অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম।"
ঠাওর করিতে দুখ সুখ হ'ল, সুখ হয়ে গেল দুখ,
মোটের উপরে বুঝিতে নারিনু লাভ হ'ল কতটুক্!

একাকী ফিরিনু ঘরে,
প্রাণের দুঃখ যায়না কিছুতে, আঁখি আসে জলে ভরে' !
ঘুমের আড়ালে এলে তুমি ধীরে কহিলে হরিয়া জ্ঞান,
"প্রাণের দুঃখ না যাক্ কিন্তু যাবে দুঃখের প্রাণ।"
বন্ধু, প্রণাম হই,—
শীতের বাতাসে জমে' যায় দেহ—ছেঁড়া কাঁথাখানা কই ?

শান্ত রাত্রি, জ্যোৎস্না শীতল, বনভূমি নিঃঝুম,
সেই পথ দিয়ে আমার চক্ষে আসুক গভীর ঘুম !
সেই জুড়াবার ঠাঁই ;
কঠিন সৃষ্টি ধোঁয়া হয়ে আসে কোথা কিছু বাধা নাই।
যুগ যুগ ধরে' কেন এ প্রয়াস গরমিলে মিলাইতে !
কোন যম নাই হিসাব করিয়া সুখ ও দুঃখ দিতে।
মুক্তির চাবি আঁটা ;
এ জগৎ মাঝে সেই তত সুখী, যার গায়ে যত ঘাঁটা !
বন্ধু গো, আমি জানি হেথা চির ভোটহীন অধীনতা,
নিরুপায় হয়ে কেহ বলে তোমা পিতা, কেহ বলে মাতা !
আমি বলি, কিনে' কুলো --
পিঠে বেঁধে, দাও গভীর নিদ্রা দু'কানে গুঁজিয়া তুলো।

কেন ভাই রবি, বিরক্ত কর ? তুমি দেখি সব-উঁচা,
কিরণ-ঝাঁটার হিরণ-কাটিতে কেন চোখে মার খোঁচা !

জানি তুমি ভাল ছেলে,
ঘড়িটি তোমার কাঁটায় কাঁটায় ঠিক যায় বিনা তেলে!
তব জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক,
শুধাই তোমায়—কি আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ?
চেরাপুঞ্জির থেকে,
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে?
সবার খাদ্য প্রতিদিন তুমি বহি' আন ডালা ভরি';
ক্ষুধিত মানব কেঁদে বলে "তাঁর অপার করুণা, মরি।"
ক্ষুধা দিয়ে দেওয়া অন্ন,
"গরু মেরে জুতা দান" অপেক্ষা নহে কভু বেশী পুণ্য!

প্রভাতে উঠিয়া বাহির হইনু সিক্ত গ্রাম্য পথে,
ঘুম ভেঙেছিল, এমন শপথ করিব না কোন মতে।
ছেলেরা লাট্টু খেলে,
লেত্তিতে জড়ায়ে মুঠায় ঘুরায়ে বোঁও করে ছুঁড়ে ফেলে।
বন্-বন্-বন্ ঘুর-ঘুর-পাক চিতেন কেতেন সোজা;
লাট্টু বলিছে "হায় হায় হায়! ঘুরে' ঘুরে' কারে খোঁজা!
জীবন যে আসে ফুরায়ে"—
বলিতে বলিতে ফুরাল ঘুরণ—বালক লইল কুড়ায়ে।
আবার লেত্তিতে জড়ায়ে লাট্টু গপ্‌চা মারিয়া ফেলে,
একটার ঘায়ে অন্যে ফাটায়ে ছেলেরা লাট্টু খেলে।

দেখিনু দাঁড়ায়ে কোণে,—
ফাটা-লাট্টুটা ছুঁড়ে' ফেলে দিল দূরে কণ্টকবনে।

বন্ধু, এখনো ঘুম দাও, নহে কহিব অনেক কথা,
অনেকের 'পরে হইবে সেটা যে কঠোর নির্ম্মমতা;
ঈশা, মুশা আর বুদ্ধ,
কন্‌ফুসিয়াস মহম্মদ বা কৃষ্ণ নিমাই শুদ্ধ,
সবাই বলেছে, পাঠালেন মোরে নিজে তিনি ভগবান;
তোমাদের তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর—তোমাদেরি তিনি চান;
উপায় পেয়েছি মুখ্য,—
রবেনা নরের জরা ব্যাধি শোক পাপ তাপ আদি দুঃখ!
যেমন জগৎ তেমনি রহিল, নড়িল না একচুল;
ভগবান চান আমাদের শুভ—একথা হইল ভুল!
কি হবে কথার ছলে?
ভগবান চান—তবু হয় না'ক, একথা পাগলে বলে!

বড় কৃতজ্ঞ রব তোমা কাছে, হৃদয়-বন্ধু মোর,
চিরতরে যদি বুলাও নয়নে বিস্মৃতি ঘুমঘোর!
থাক্ বা না থাক্ স্রষ্টা—
নিখিল বিশ্ব ঘুরে' ঘুরে' মরে, তুমি তার চির দ্রষ্টা।
ঘুরণের পাকে কেউ কাছে থাকে, কেউ চলে' যায় দূরে,
তব আনন্দ রয়েছে কেবল তোমারি হৃদয় জুড়ে'।

অনিমেষ আঁখি 'পরে
তোমার অশ্রু তোমার হাস্য নহে সে মোদের তরে।
মোরা ভুল করে' প্রণমি তোমায়, ভুল করে' করি রোষ,
তোমার তাহাতে নাহি আনন্দ নাহিক অসন্তোষ।
আমরা তোমায় ডাকি,—
যন্ত্রণা পাই সান্ত্বনা চাই—আপনারে দিই ফাঁকি!

আমরা যখন সুখে সুখী হই—সে নহে তোমার দান,
তোমার বিধান নহে যে—আমরা দুখে হই ম্রিয়মাণ।
কেন যে এসব আছে,
সে কৈফিয়ৎ তুমি কোনদিন দেবে না কাহারও কাছে।
সাগরের কূলে পুরী তব, দারু-মূরতি জগন্নাথ ;—
রথের চাকায় লোক পিষে' যায়, তোমার নাহিক হাত!
তুমি শালগ্রাম শিলা ;—
শোওয়া বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা!
ছুটেছে তোমার মৃত্যুতিলক মুক্ত যজ্ঞ-ঘোড়া ;
মোদেরি পাকান প্রেমের দড়িতে বাঁধিতে চলেছি মোরা।
ছিন্ন গিঁঠান' দড়ি ;
তারি সাহায্যে, বাসনা—তোমার যজ্ঞ-অশ্ব ধরি!

বন্ধু, আমার হৃদয়-বন্ধু, তবু তোমা ভালবাসি ;
স্বপ্নবিহীন ঘুমের আড়ালে তুমি দেখা দাও আসি'।

তখন তোমাতে থাকি,
বিয়ের বাজনা মরার কান্না মিছে করে ডাকাডাকি ;
শান্ত তখন শ্রান্ত হৃদয়, ক্ষান্ত তখন মন,
নাহি আশা প্রেম নাহি আশঙ্কা সাঙ্গ সকল রণ।
মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি !
প্রেমে ও ধর্ম্মে নাহি প্রয়োজন—বলিনে আমি এ কথা,
মিথ্যামাত্র বৃথা নহে যদি ঘুচে তাহে কারো ব্যথা।
অসীম জড়ের মাঝে
চেতনা শক্তি—ঘুমের ভিতর স্বপ্নের মত রাজে।

শক্তি নিয়ত জড়ের মাঝারে বিরাম লভিতে চায় ;
তন্দ্রা যেমন এলোমেলো পথে সুষুপ্তি পানে ধায়।
বন্ধু, বন্ধুবর !
সকল শক্তি সংহত করে' হয়ে আছ মহা জড়।
সেই মহাঘুমে সাঁতারি বেড়াই মোরা স্বপনের ফেনা ;
পলকে ফুটিয়া মিছে ঘাড়ে করি তোমারি প্রেমের দেনা !
জগতের শৃঙ্খলা,—
স্বপ্নেরি মত উপরে উপরে গোঁজামিল দিয়ে মেলা !
বিচারে যখন ভিতরে ভিতরে ধরা পড়ে লাখো ফাঁকি,
তোমার সে ত্রুটি নিরুপায় হয়ে প্রেমের আড়ালে ঢাকি।
প্রেম বলে' কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।

দ্বিতীয় ঝোঁক

আজি দুর্দ্দিনে ঝড়ে,
তোমায় আমায় দেখা গো বন্ধু, পুনঃ বহুদিন পরে।
জলদগর্জ্জে ভাঙালে নিদ্রা বিদ্যুতে ধাঁধি' আঁখি,
শোন মোর কথা—ওসবের আমি তোয়াক্কা নাহি রাখি!
হান বর্ষার জল,
নিরন্ধ্র মেঘে ঘেরিয়া বজ্রে ভেঙে ফেল ধরাতল।
ও তর্জ্জনের অর্থ বুঝিতে হয় না আমার ক্লেশ ;
আমি বেশ জানি—সুখ ও দুঃখ জীবনে দুটাই শ্লেষ!
জোড় করি দুটি কর,
মাগিব না আমি তুষ্টি তোমার যতই বহুক ঝড়।
আমাদের কাছে তুমিও যে কিছু চাহনা, সে জানি আমি ;
আপন খেয়ালে ঢালিয়া বর্ষা আপনিই যাবে থামি।

এ ধরা গোরস্থান ;—
মরণের ভিতে স্মরণের ঢিপি দু'দিনে ভূমি-সমান!
কত না অশ্রু কত হাহুতাশ কত হাতে পায়ে ধরা,
শ্রান্ত হইয়া শান্তি লভিতে কত না ফন্দি করা।
সব হয়ে যায় বৃথা,
আসে, হাসে, কাঁদে, চলে' যায় ঘুরে' বায়স্কোপের ফিতা!

আমারি মতন এসেছে হেসেছে কেঁদেছে কত না প্রাণী,
আজ তাহাদের একটিরও কেহ সন্ধান নাহি জানি।
আমারও দুঃখ সুখ,
ধূলা হয়ে যাবে—চাহি বা না চাহি তোমার পাষাণ মুখ।
তোমারে নাহিক দুষি ;
নিজ ধন নিয়ে পার করিবারে যখন যা তব খুসি।
একটি নিয়ম মান তুমি, সেটি কোন নিয়ম না রাখা ;
আঁখি মুদে' দেখি, পাগলের মত ঘুরিছে কালের চাকা।

যে দিকেই আমি যাই—
তার সাথে দেখা হবে পথে একা সহসা মরণ ঠাঁই।
অতঃপর যে কি হবে তা নিয়ে নাহিক চিন্তা লেশ,
সহজসত্য আমার পক্ষে ইহকালেরই সে শেষ ;
চাহিনা প্যাঁচাল যুক্তি—
অদৃষ্টসাথে উপায়-হীনের নিত্য নূতন চুক্তি !
পূর্ব্বকালে যা ছিনু' আজ তার হয়না ত প্রয়োজন,
পরকালেতেও যা হবে তা হবে—কেন বৃথা আয়োজন ?
মিছে দিন যায় বয়ে ;
উপরে ও নীচে ঘুমের তুলসী—শুই শালগ্রাম হয়ে !
বন্ধু আমার, সব নিয়ে দাও তোফা ঘুম দিনে-রেতে ;
নাকের বদলে নরুণ যে পায়—ব্যবসায় সেই জেতে।

বন্ধু, ত্বরিত যাও—
ঘুম-পাড়ানিয়া মাসিপিসিদের মোর পাশে ডেকে দাও।
তন্দ্রিত চোখে দেখিতেছি তব স্বরূপ খোলস-ছাড়া—
দেবতা গড়িলে পাষাণে আর সে ঢালে না নির্ঝর ধারা ;
চিতার বহ্নি যত বিধবার সিঁথার সিঁদুর চেটে,
বিশ্বম্ভর হে গণেশবর, যোগায় তোমারি পেটে !
গরু-পোষাণির প্রায়—
জননীর কোলে ছেলে বড় করে' কে পুনঃ কাড়িছে, হায় !
ব্যাপার দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া জ্ঞানী পরিহরে শোক,
দেঁতো হেসে বলে, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক ;
অন্য অর্থটি—
যাহার পাঁটা সে যেদিকে কাটুক্, তাতে অপরের কি ?
ছোলা কলা খেয়ে সন্ধিক্ষণে এক্‌কোপে বলিদান—
পাঁটার মধ্যে সে পাঁটাটি—আহা কতনা ভাগ্যবান্ !
পাঁটার দুঃখ সুখ—
মার পায়ে দিতে নূতন সরায রক্তে জমায়ে থুক !

চারি দিক দেখে' চারি দিকে ঠেকে' বুঝিয়াছি আমি তাই,
নাকে শাঁক বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই।
যদি বল তুমি, সুখদুখ নাই—দুটাই মনের ভ্রম,
এও তবে এই ঘুমেরি একটা আফিং মিশানো ক্রম !

জারি কর তবে খ্যাতি,
এ ভব-রোগের নব চিকিৎসা আমার "ঘুমিওপ্যাথি" !
ঝুম্ ঝুম্ নিঃঝুম—
মেঘের উপরে মেঘ জমে' আয়—ঘুমের উপরে ঘুম !
ঝিম্ ঝিম্ নিশ্চিন্ত—
নাকের ডগায় মশাটা মশাই আস্তে উড়িয়ে দিন্ ত।
রিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্—
পাকে পাকে কসে কিসের বাঁধন সাপের মতন হিম !
ঘর্ ঘর্ শাঁই শাঁই,
আর ভয় নাই নাই ;
আঁধারের ঢেউয়ে ঐ ভেসে এল জমাট ঘুমের চাঁই !
নাই উঁচুনীচু নাই আগু পিছু—
নাই সুখদুখ আলো কালো কিছু ;
নিতল হইয়া ডুবে' নেমে যাই—দাঁড়াবার নাই ঠাঁই।
ডা'নে বাঁয়ে মোর ব্যাস বাল্মীকি
ছেড়ে বকাবকি মিছে লেখালিখি,
সব সাধনার অন্তে বুঝেছে ঘুম পদার্থটি কি !
কেন আর গোলমাল ?
বন্ধু, এবার বন্ধ হ'ল কি বুকের কামারশাল !
চির নীরবতা চাই—
দোহাই তোমার, মাঝে মাঝে আর ঘুম ভাঙিওনা ভাই !



(তৃতীয় ঝোঁক)

আজিকে সুখের দিনে,
তোমার দুয়ারে এসেছি বন্ধু, স্বপ্নের পথ চিনে'।
পথের দু'ধারে দুলিছে দেখিনু ঘনছায়া তরুশ্রেণী,
এলায়ে দিয়েছে পিঠের উপরে পুষ্পিত লতাবেণী ;
পিক পাপিয়ার দল
হৃদয়-মাতান' মধু সঙ্গীতে ভরে অম্বরতল।
খেয়ালের বশে কুড়াইনু ধূলি, হল সে সোণার কুচি,
ক্ষুধা না পেতেই কোথা হ'তে এল গরম ফুল্কো লুচি!
এ হেন সুখের দিনে
খোস খবরটা শুনাব কাহারে বন্ধু গো তোমা বিনে?
আজিকার শুভরাতে
বদ্ধ হইব পরিণয়-ডোরে সৌভাগ্যের সাথে।

আমার প্রাসাদে জ্বালাও লক্ষ নক্ষত্রের বাতি,
রাহুকে বল'—সে গিলুক সূর্য্যে, না কাটে যেন এ রাতি।
বজ্রে বাঁকায়ে মেঘের মুকুট পরাও প্রিয়ার শিরে,
কণ্ঠের হার রচ গো তাহার তড়িতের তার ছিঁড়ে'।
পূরাও প্রিয়ার আশ,
রামধনু দিয়ে জ্যোৎস্না ধুনিয়ে রচ তাহে রাঙা বাস।
সোহাগে গলিয়া অঙ্গে ঢলিয়া প্রিয়া কাণে কাণে বলে,
তোমাতে আমাতে বদ্ধ হইনু অক্ষয় শৃঙ্খলে।

বন্ধু, ভুলিনি আমি—
পবন করিছে ব্যজন তবুও ললাট উঠে যে ঘামি'।

কোথা হ'তে তুমি এলে গো লক্ষ্মি! কোথা ছিলে এতদিন!
আমার প্রমোদ-ভবনের তরে কারা হ'ল ভিটা-হীন?
আমার দীপালি রাতি,
উজ্জ্বল আজি কত না জীবের নিবায়ে জীবন বাতি!
অশ্রু-সাগরে শোভে সহস্র নয়ন কমলদল,
তারি 'পরে ওই রেখেছ তোমার রক্ত চরণ-তল!
তব প্রসন্ন আঁখির আলোকে আমার পিছন ভরি'
যে ছায়া পড়েছে, তাহাতে লুকায় কত শোক বিভাবরী!
ভরেছ আতর-দানি,
কত প্রভাতের আধ-ফোটা ফুল-মর্ম্ম নিঙাড়ি' ছানি'?
কণ্ঠে দুলালে মিলন-মালিকা নব সুগন্ধ ঢালা—
সদ্যছিন্ন শিশু কুসুমের কচি মুণ্ডের মালা!

মিটেছে সকল আশা—
দিয়েছি নিয়েছি হরেক রকম সুখ দুখ ভালবাসা।
ফুরায়েছে সব অশ্রু ও হাসি, জুড়ায়েছে বহু জ্বালা,
আর কেন বৃথা করি বক্তৃতা—এ যে বারোয়ারিতলা!
প্রকাণ্ড ধরা ভাড়াটে' মহল—মরণ আদায়কারী,
পলে পলে তার চোখরাঙানিতে জীবনে যাপিতে নারি।

সহে না এ বেঁচে থাকা—
বাপ পিতাম'র মামুলি ধরণে প্রতিদিন মরে' রাখা !
মরণও, সে যদি এইরূপই হয় তিলে তিলে বেঁচে যাওয়া !
অন্ত কোথায় ভেবে হাসি পায়,—এল কি ঘুমের হাওয়া ?

ঐ যায় বুঝি শোনা—
খস্ খস্ ঠক্ চলেছে চলেছে তাঁতিদের তাঁত বোনা !
এ হাত ও হাত ফিরিতেছে মাকু—ধৈর্য্যের নাহি চ্যুতি,
কার সূতা খুলে' দিয়ে বুক থেকে কার তরে বুনে ধূতি !
কোন মাকুটার দশ টাকা জোড়া কোনটার দশ সিকা—
লোহার মাকু সে লোহাই রয়েছে জন্মায় অহমিকা !
দেখিনু তন্দ্রাভরে—
তাঁতীর টাকার বড় দরকার, মাকু ছুটাছুটি করে !

(চতুর্থ ঝোঁক)

হায় রে ভ্রান্ত কবি !
নয়নের আলো ম্লান হয়ে এল আঁকিতে মিছার ছবি !
সারা জীবন এ কোন্ অলক্ষ্য লক্ষ্মীর আরাধনা ;
জগৎ ভরিয়া দিয়ে যাও হৃদি-রক্তের আলিপনা ?
দহিলে আপন রূপ
কোন্ অজানার পূজা-উপচারে অমল গন্ধধূপ !
এই অফুরাণ স্নেহ,
পঞ্চ প্রদীপ ভরিয়া জ্বালায়ে ধরিলে আপন দেহ !
পেয়েছ কি সেই লক্ষ্মীর দেখা হয়েছে কি বর চাওয়া,
কত দক্ষিণা মিলিল গো বিনা ফাঁকা দক্ষিণা হাওয়া ?
ছেঁদো কথা কয়ে গেল দিন বয়ে আপন ছন্দে বন্দী,
পেয়েছ তৃপ্তি ! প্রবলের সাথে এক তরফা সে সন্ধি।
অজানাটা অজানাই—
কেন ছোটাছুটি শোন মোটামুটি কোনখানে সে যে নাই।

সে কেবল মরীচিকা !
বাহিরে শ্রান্তি ভিতরে ভ্রান্তি, না থাকাই তার থাকা।
প্রভাত হইতে যে কথা কহিতে সাধিতেছি নিজ গলা,
সন্ধ্যাবেলাও ভগ্নকণ্ঠে সে কথা হবে না বলা !
কেন এ প্রয়াস ভাই,
যে কথা তোমার হ'ল নাক বলা, নেই সেই কথাটাই !

অসীমেরে তুমি বাঁধিবে সীমায় অচেনারে লবে চিনে' ;
নূতন নূতন কথার ছলনে মরণে লইবে জিনে' !
দুঃখেরে তুমি দেবে না আমল, ভাবি' দেবতার দান ;
জীবনের এই কোলাহলে তুমি শুনিবে গভীর গান !
—এ সবই রঙিন কথার বিম্ব, মিথ্যা আশায় ফাঁপা,
গভীর নিঠুর সত্যের সুর দিনে দিনে পড়ে চাপা !

কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস—গেরুয়ার বিলাসিতা ?
কোথা সে অগ্নিবাণী—
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্ত্তিখানি !
কালোকে দেখাবে কালো করে' আর বুড়োকে দেখাবে বুড়ো ;
পুড়ে' উড়ে' যাবে বাজারের যত বর্ণ-ফেরাণো গুঁড়ো !
খেলোয়ারি প্যাঁচ দূরে গিয়ে কবে তীরের মতন কথা,
বর্ম্ম ভেদিয়া মর্ম্ম ছেদিয়া বুঝাবে মর্ম্ম-ব্যথা ?
এ কথা বুঝিব কবে—
ধান ভানা ছাড়া কোন উঁচু মানে থাকে না ঢেঁকির রবে !

বন্ধু, কোথায় ছিলে ?
স্বপনের ঝোঁকে এক ঝাঁক পাখী মেরেছি একটি ঢিলে !
উড়ে' গেল পাশ দিয়ে,—
কিন্তু এবার ত্রাণ পাওয়া ভার—মরিবে বাসায় গিয়ে।

বন্ধু গো, আর ভাঙায়োনা ঘুম, কত বার বল' বলি ?
মার খেয়ে কবে হাড় গুঁড়ো হবে, যেমন অপথে চলি।
বন্ধু, বন্ধু গো,—
গর্জ্জিয়া আসে আমার পাশে কি মরণ-সিন্ধু ও ?
নিষেধ কর সে অত করে' যেন সোরগোল নাহি করে ;
ঘুমের অতলে টেনে নিক্ বলে—যেমন কুমীরে ধরে !



(পঞ্চম ঝোঁক)

তোমাতে আমাতে বহুদিন হ'তে হয়নিক কোন কথা,
ইদানি, বন্ধু, পাঁজরে একটা ধরেছে নূতন ব্যথা !
ডাকি ডাক্তারে, শুনে' ঘাড় নাড়ে, কবিরাজ বলে 'হুঁউ' !
সহিয়াছি সাঁঝে মাখম সেখের মুখামৃতমাখা ফুঁউ !
কিছুতে কমেনি ভাই—
এই প্রসঙ্গে তোমার সঙ্গে কথা কব দু'টো তাই।
গোপনে তোমারে কহিব কারণ, ব্যাপার হচ্ছে এই—
গত বসন্তে গলা ভিজাইতে একটি চুমুক নেই !
কি কব তাহার জোর—
বছর কাটিল, কাটিল না তবু বিষম নেশার ঘোর।

সহসা সেদিন—বেজায় কুদিন, সন্ধ্যা অন্ধকারে,
ঘাড় মোড় ভেঙে ড্রেনের ভিতর পড়িলাম একেবারে !
কাদা মেখে উঠি' নেশা গেল ছুটি', পাঁজরে বিষম ব্যথা ;
গুণে' দেখি ভাই, একখানা হাড় খসিয়া পড়েছে কোথা !
কথা নহে বলিবার ;—
আপনিই তাই গোপনে সেখানে জুড়িনু ভেড়ার হাড় !
উপরে মিলেছে বেমালুম হয়ে সিঙান' চামড়া-পটি ;
ভিতরে কিন্তু নর-ভেড়া-হাড়ে দিনরাত খট্‌খটি !
হ'ল হাড় জ্বালাতন ;
তোমায় আমায় প্রাণের কথায় হবে তাই প্রলাপন।

প্রাণের কথা যে কয়ে যাই নিজে—বাজে কি তোমার প্রাণে ?
প্রাণের কথার অর্থ খুঁজিলে মিলে তব অভিধানে ?
জানি জানি সব ফাঁকি !
তবুও খোঁচাই ; তোমা ছেড়ে মোর থাকে না কিছুই বাকী।
আমার প্রাণটা যতদূর যায়, যতদূর যেতে পারে,
তুমি ছাড়া আর সাধ্য কাহার সেথা সাথে যাইবারে ?
জীবনের মূল খুঁড়িতে খুঁড়িতে যত তলাইয়া যাই,
জীবনের ফুল খুঁজিতে যখনি আকাশটা হাতড়াই,
সকল সময় রহস্যময় ! তুমি রহ পাছে পাছে,
হে চিরপ্রহরী, তোমারেই প্রাণ বন্ধু বলিয়া বাঁচে।
বার বার জাগরণে,
যন্ত্রণা যত বাড়ে অবিরত তোমারেই পড়ে মনে।

গুপ্ত ব্যথায় সুপ্তি না হয়, সন্ধ্যা তন্দ্রাভারে,
হেরিলাম কাল—নির্জীব আমি পড়ে' আছি এক ধারে ;
চারি পাশে ঘেরা অসীমের বেড়া নীলের প্রাচীর খাড়া,
আলো-আঁধারের গরাদে বসান' অপার বিশ্ব-কারা !
এরি মাঝে ঘুরে তারকা তপন বহিয়া কাহার বোঝা ;
এরি মাঝে উড়ে কোকিল, পাপিয়া, হাঁড়িচাঁচা, কাদাখোঁচা !
পথ নাই পালাবার ;
উঠে পড়ে ছুটে, ঘুরে' ঘুরে' লুটে, কেবল শ্রান্তি সার।

যুগযুগান্ত ভ্রমণক্লান্ত নিশ্চল কত গতি,
ফাঁকি খুঁজে' কত মহা তপনের নিবিল আঁখির জ্যোতি!
তবু নাই কারো ছুটি,
অভ্যাস ঘোরে হাতাড়িয়া মরে আঁধারেতে মাথা কুটি'।
অসীমের কারাগার,—
যত যেতে চাও তত যাও, শুধু বেড়ার মিলে না পার।

মশার কামড়ে শুই পাশ ফিরে', নিশ্বাস লই টানি';
দেখিনু সকলে সে অকুল 'জেল'এ টানিছে বিপুল ঘানি!
কট্ কট্ কট্ চোখ বাঁধা গরু দূরে দূরে ঘুরে' মরে,
খুঁটির চরণে বিশ্রামহীন বিশ্বের তেল ঝরে;
খুঁটি সে নির্ব্বিকার!
ভাবটা এমনি, তেলে কিছু যেন প্রয়োজন নাই তাঁর।
অনেক দিনের আলাপ আমার, বন্ধু, তোমার সনে,
ঘানির উপরে শু'তে দাও মোরে, গাহিব আপন মনে;
গাহিব ঘানির গান,—
পাষাণের ভারে কেমনে যে বাড়ে তৈলের পরিমাণ।
তোমারি সে পরামর্শে,
গত বৎসরে প্রাণের ভিটায় পাইনু যে কটা সর্ষে;
মনে ভাবিতেছি ঢেলে দিব আজ তোমার ঘানির খোলে,
ভীষণ পেষণে টোপাবে তৈল তোমারি পায়ের কোলে!

তন্দ্রার ভারে পাশ ফিরে' চোখে পড়িল পুনর্ব্বার,
আলো-আঁধারের গরাদে বসানো অনন্ত কারাগার।
উঠে চারিদিকে চিরবন্ধনে ক্রন্দন কোলাহল,
চরণে চরণে বাজে ঝন্ ঝন্ সুকঠিন শৃঙ্খল।

বন্ধু, কি তব ফন্দি,—

প্রহরে প্রহরে প্রহরায় ফিরে—তারাও কারারই বন্দী।
সবই কারাগার, কোথা যাবে আর, যত পারে দেয় উঁকি;
শ্যাওড়া-তলায় ফুটে' চেয়ে থাকে সখের সূর্য্যমুখী!
বন্ধু, আমারে খাটো পিঞ্জরে বন্দী করিয়া রাখ,
এত বড় খাঁচা—মুক্তির ধাঁচা—বিদ্রূপ করোনা ক'।
সীমা নাই যার, নাহিক দুয়ার, না বন্ধ নহে খোলা,
গাছে গাছে দাঁড় হাজার হাজার, দাঁড়ে দাঁড়ে দেওয়া ছোলা;

এ ব্যঙ্গ কিসে সহি?

কয়েদে যখন—ব্যবস্থা কর—কয়েদীরই মত রহি।

নচেৎ মুক্তি দাও—

চারিদিকে এই অসীমের সীমা একেবারে খুলে' নাও।
জীবনে মরণে কর্ম্মে ও জ্ঞানে থাকিব না পরাধীন,
আমার আদেশ না পাইয়া যেন কাটে না আমার দিন;

নাহি যবে প্রয়োজন,

আমার মাথায় আকাশের মেঘ করিবে না গরজন।

বুঝি প্রয়োজন বহিবে পবন, প্রয়োজনে ঝরে বৃষ্টি,
আপনারে ঘিরে' প্রতি মুহূর্ত্তে গড়িব আপন সৃষ্টি।
যবে পুনঃ হবে সাধ,
প্রাণ ভরে' কেঁদে ধুয়ে মুছে' দেব নিজে-গড়া অপরাধ।
যদি ভাল লাগে, ভালবেসে তোমা ডাকিব বন্ধু বলে',
সমানে সমানে ছলনা-বিহীন দিন যাবে কুতূহলে।

চাহিতে মুক্তি হাসি আসে, হায়! পাকাইতে কাঁচা হাত—
কোন্ অধিকারে আমারে সৃষ্টি করিলে জগন্নাথ?
কেমনে আমারে বুঝাবে বন্ধু, কেমনে বুঝি এ কথা,
কোমল গড়ান' যে বুক, সেখানে কেন সুকঠিন ব্যথা?
মোর চেয়ে কেবা জানে?
হাতুড়ি পেটার পূর্ব্বে লোহারে আগুনে দেওয়ার মানে!
কিন্তু আমি যে মেপেছি বন্ধু, লোহার প্রাণের তাপ,
চৌদিকে তার দেখেছি ছড়ান' ফুল্‌কির অভিশাপ!
যে রয়েছে জেগে তার কাছে, ভাই, যুক্তিটা নহে খাঁটি,
ঝাঁঝরা গড়ান', পুড়িয়ে পিটিয়ে আস্ত লোহার পাটি।
বন্ধু, করুণা কর';—
তন্দ্রার জাল ছিঁড়িয়া ডুবাও ঘুমেতে গভীরতর।

——o——

(ষষ্ঠ ঝোঁক)

ক' বছর ধরে', বন্ধুর দোরে' পড়ে' আছি দিয়ে ধন্না,
বন্ধু বোধ হয় নারেন চিনিতে, ফিরে'ও ত কথা কন্ না !
রাজা রাজড়ার কাণ্ড সকলি—স্তুতি প্রণতি ও ভক্তি,
জয় জয় জয় সবাই চেঁচায় কণ্ঠে যতটা শক্তি।
দেখাশোনা নেই তবু সকলেই ভক্তি ও প্রেমে হারা,
যেখানে যা পায়, খুঁটে' খুঁটে' খায়, চোখে বহে জলধারা।
না হয় আজিকে কাঙাল হয়েছি, ক্যাঙালী ত আমি নই,
সকলের সাথে পাতাপাতি করে' প্রসাদ বাঁটিয়া লই।
হেথা হ'তে মোর পলা'তে হইল, আগাগোড়া সব মিছে,
অশ্রু জমায়ে গড়ায় যে আঁখি, কেন ঘোরা তারি পিছে !
ঘুমের শরণ নিয়েছিনু আগে, সেটাও দেখি যে ফাঁকি,
ঘুম আসা আর না আসা—সেখানে আমারি বা হাতটা কি ?

উড়ে' যায় আয়ু কালের আকাশে—ডানায় শব্দ নাই,
খসে' পড়ে বুঝি দেহের পালক, সে ভয় সর্ব্বদাই ;
ওগো কল্পনা, সাথে সাথে চল'—হালকা তোমার পাখা,
কাণে কাণে তারে বলে' দাও, ও রে ! সামনে সকলি ফাঁকা !
ধীরে গো বন্ধু, ধীরে !
দেহটা পিছায়ে পড়ে' গেল কিনা—দেখা ভাল ফিরে' ফিরে'।
অকুলের মাঝে বারেক হারালে, আর বৃথা তারে খোঁজা !
যার যৌবনে ফাগুন কাটালে সেটা কি এমনি বোঝা ?

কল্পনা, তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারমাস খেটে' লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস!
সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি,
প্রণয়ের বাঁশী, বিরহের ফাঁসি, হাঁসা কাঁদা গলাগলি!
নব ফরমাস, দিই তোমা, সাজ' কল্‌কের পর কল্‌কে,
বুকের রক্ত ছল্‌কে উঠুক, হাড়গুলো যাক্ পল্‌কে!
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়, ওই ছুটে' যায়—লক্ষ মরণ ঘোড়া,
প্রেমের বল্‌গা বৃথাই কসিছে সোয়ার সে জোড়া জোড়া!
ঢেলে সাজ', সেজে ঢালো,
সকল দুঃখ সূক্ষ্ম হউক, যত সাদা সব কালো!

(সপ্তম ঝোঁক)

তন্দ্রা টুটিয়া সহসা আজি যে সন্দেহ মনে জাগে,
হয়ত তোমায় বৃথা অনুযোগ করিয়াছি আগে আগে!
যাহা আছে যার, তাহা ছাড়া আর কি পারে সে পরে দিতে?
অপার দুঃখ তোমা হ'তে তাই ঝরে' পড়ে চারিভিতে!
হে বিরাট! আজ হেরি যেন তব দুঃখের নাহি ওর;
চির বর্ষণে ফুরায় না তবু অফুবান' আঁখিলোর!
ওগো অক্ষয় বট!
যত বেড়ে যাও আপনি ছড়াও শত দুঃখের জট।
তাই কাঁদাকাটি মাথা কোটা-কুটি সকল জগৎময়,
দুঃখ হইতে জনম এদের, দুঃখেই পরিচয়!
সকল দুখের খনি!
শিহরিয়া উঠে পরাণ, তোমার ব্যথার অঙ্ক গণি'।
সারা বিশ্বের বেদনা বহিয়া কেমনে জীবন চলে!
বুঝেছি প্রাণটা ঠাণ্ডা রেখেছ 'ঘুমিওপ্যাথি'র বলে!

আনন্দ লহ লহ;
দিচ্ছ দুঃখ নিচ্ছ দুঃখ—দুঃখেরি ফেরি বহ!
যা প্রত্যক্ষ নিঠুর দুঃখ, তারে মায়া ভ্রম বলি,
টেনে' বুনে' তাঁরে আনন্দ বলে' আপনারে কেন ছলি?
চোখ বুঁজে যারে আনন্দ বলে' আনন্দ কর দাদা,
চোখ চেয়ে যদি দুঃখই বলি, কি তাহে এমন বাধা?

বেদ বেদান্ত প্রাণ প্রাণান্ত আফিং গাঁজার চাষ,—
খুব সস্তায় তাঁর আশে পাশে হয় না ক' বারমাস।
কিছু আনন্দ কিছু সুখ আর বাকী আঁখিভরা জল,
তোমার আমার যেমন কাটিছে তাঁরো তাই অবিকল!
অশ্রু পরশি' অগত্যা আজ করিলাম আধাসন্ধি;
হে চিরদুঃখী! ব্যথার বাঁধনে ব্যথিতে করিলে বন্দী!
প্রণাম প্রণাম—ভাই!
শত ঝঞ্ঝাটে তোমা হেন যেন অঘোরে ঘুমাতে পাই।



চামড়ার কারখানা

এতদিন হেথা ঘুরি ফিরি—কই, ছিলনা ত মোর জানা,
গোপনে এখানে খুলেছ বন্ধু, চামড়ার কারখানা !
বৃষ্টি শিশিরে নয়নের নীরে লোণা মিঠা কস্ জলে,
দিনরাত শুধু কাঁচা চামড়ার শত প্রসাধন চলে !
ব্যথার গুমটে এ ধরণী সদা পচিয়া উঠিতে চায়,
পবন তপন কত রসায়ণ লেপন করিছে তায়।
আকাশে ও মেঘে উদয়ে অস্তে গাছে গাছে ঘরে ঘরে,
নানা চামড়ার রঙিন পসরা খুলে' রাখ থরে থরে।
প্রেমের প্রলেপ ঘষিয়া ঘষিয়া চক্‌চকে করে' রাখা,
থেকে থেকে সেই আদিমগন্ধ তবুও পড়েনা ঢাকা !
গোপনে আড়ালে কাটাইছ দিন এ হীন ব্যবসা ধরে' ;—
প্রাণের বন্ধু তুমি যে—না হ'লে করিতাম একঘরে' !

সর্ষে ফুল

বন্ধুর পরামর্শে—

প্রাণের ভিটায় লাঙ্গল চালায়ে ছিটায়ে দিলাম সর্ষে !

ভেবেছিনু মনে, শেষ করে' দিনু অতীতের যত স্মৃতি,

উঠিবে দুপ'রে, বড় জোর, হেথা ঘুঘুর চরম গীতি !

চাষের উপর আগামী বর্ষে নেমে বর্ষার জল,

ফসল হ'ক বা না হ'ক, ভিটাটি হয়ে যাবে সমতল।

তাই—বন্ধুর কথা শুনে',

অতীতের সাথে বাঁধন ঘুচাতে দিলাম সর্ষে বুনে' !

কে জানিত ওরে, সর্ষেগাছেও ফুটিবে এমন ফুল—

বর্ত্তমানের সাদা চোখেতেও ঘুরে অতীতের ভুল !

মদির গন্ধে মরা আনন্দ স্পন্দিত হয়ে উঠে ;

আমারো বক্ষে মধু লুটিবারে লাখো মৌমাছি জুটে !

দুপ'র বেলার স্বপ্নসায়র চৌদিকে মোর দুলে,

রূপের খেয়াল, গন্ধের ঢেউ, ভাঙে হৃদয়ের কূলে ;

এ পোড়া ভিটের সুরকী ও ইঁটে কোথা এত রস ছিল ?

শীতের শুক্‌নো বাতাসের বুকে বসন্ত এনে দিল !

——•——

সার্থক

সার্থক তোরা ফুলকলি ;
আপনার হাতে ছিঁড়ে' মালা গাঁথে
প্রিয়া, মোর গলে দিবে বলি' ।

কান্না কিসের ভাই ?
মোদের মিলনে গন্ধ মিলাবে—
এতেও তৃপ্তি নাই ?

সার্থক তোরা ফুলদল ;
সাজি ভ'রে আজ করেছি চয়ন
পূজিতে দেবতা পদতল !

কান্না কিসের ভাই ?
দেবতা চরণে মরণ লভিবে—
এতেও তৃপ্তি নাই ?

সার্থক ছাগশিশু তুই ;
আমার শিশুর অন্নপ্রাসনে,—
সবুর কর রে দিন দুই ।

কান্না কিসের ভাই ?
ঘৃত মসলায় রান্না হইবি,
তবু কি তৃপ্তি নাই ?

সার্থক তোরা ছাগদল ;
মায়ের পূজায় ঘড়্গের ঘায়,
চতুর্ব্বর্গ পাবি ফল !

কান্না কিসের ভাই ?
বাজ্‌না বাজায়ে স্বর্গে চলেছ,
তবু কি তৃপ্তি নাই ?

আবেদন

ওগো নিখিলের রাণি !
কোন্ পথে তব কর্ম্মশালায়
দিব আবেদনখানি ?

উপন্যাসের বণিকের মত
মিছা মাণিকের লোভে হই হত !
মনে নাই আর ঘরে ফিরিবার
মায়াসঙ্কেতবাণী।

খোল গো দুয়ার কর্ম্মশালার—
দুয়ার খোল গো মা।
শুধু শুনি কাণে হৃৎস্পন্দনে
দূর হাতুড়ির ঘা !

খোলাই রঙাই ঘর,—
যেথায় কোমল কুসুমের রঙে
রাঙিছ ইন্দিবর !
বর্ষামলিন যত মেঘবাসে
কাচিয়া শুকাও শারদ আকাশে,
কিরণে ডুবায়ে নিতেছ ছোবায়ে
মেঘগিরিনির্ঝর।

খোল গো দুয়ার কর্ম্মশালার—
দুয়ার খোল গো মা !
রঞ্জিত তব বসন ছড়ায়ে
ভর হৃদি-আঙিনা।

গন্ধ চোলাইখানা,
দূর অতীতের পূর্ব্বজনমে
ছিল মা আমার জানা।
কোন্ রসায়ণ গূঢ় কৌশলে
মিশাইয়ে শুধু মাটি আর জলে,
শিকড়ের নলে গোলাপে কমলে
চুয়ায় গন্ধ নানা !
খোল গো দুয়ার কর্ম্মশালার—
দুয়ার খোল গো মা !
কোটি ফাগুনের সুরভিসুরায়
উঠে প্রাণ মাতিয়া !

মা তোর জোড়াই-ঘর,
শুক্তি মুড়িয়া মুক্তা যেথায়
গড়িছ নিরন্তর !

ক্ষুদ্র এ দেহে করিছ যুক্ত
সীমাহীন প্রাণ অবাধ মুক্ত—
যুগ যুগ যায়, শত সাধনায়
জোড়ের মেলেনা স্তর !
খোল গো দুয়ার কর্ম্মশালার—
দুয়ার খোল গো মা !
অণুতে যে আর জুড়ে' জুড়ে' অণু
দূরবীণে ধরে না !

গালাই ঢালাই শালা ;—
নক্তন্দিব রয়েছে যেথায়
রক্তবহ্নি জ্বালা !
অগ্নিগিরির চিম্‌নির মুখে
রুদ্ধ বাষ্প থেকে থেকে ফুঁকে ;
গোপন শুষ্ক সাগরের ছাঁচে
গলান' পাহাড় ঢালা !
খোল গো দুয়ার কর্ম্মশালার—
দুয়ার খোল গো মা !
অঙ্গার যেথা হীরা হয়—সহি'
প্রাণান্ত বেদনা !

তব বিদ্যুতাগার—
অসংখ্য বাতি জ্বলে দিবারাতি
ভরিয়া অন্ধকার !
কোথা সে চক্র ঘুরে সারাবেলা—
বজ্র যাহার স্ফুলিঙ্গ-খেলা ;
যার উত্তাপ-হরণে ব্যজন
চলিতেছে ঝঞ্ঝার !
খোল গো দুয়ার কর্ম্মশালার—
দুয়ার খোল গো মা ।
কোন্ তড়িতের স্রোতসঞ্চারে
কেঁপে কেঁপে উঠে গা !

ওগো নিখিলের রাণি !
বিনা বেতনের দাস হ'তে চাই—
লহ আবেদনখানি ।
কেবল বিলাস অলস শয়নে
র'ব না আকাশকুসুম চয়নে !
ফুল ফুলাইয়ে পাখা দুলাইয়ে
গাঁথিব না শুধু বাণী ;
কর্ম্মশালার সর্ব্বদুয়ার
খুলে' ডেকে লও মোরে,
কর্ম্মের তাপে ঘর্ম্ম ঝরুক
শিলাজতু নির্ঝরে ।

'বউ কথা কও'

কথা কও, বউ কথা কও !
চিরবঞ্চিত বাঞ্ছিত এল—
দুয়ার খুলিয়া ডেকে লও।
ঘরকরণার এতই কি কাজ—
সাঁঝের আঁধারে এত বা কি লাজ !
কত যতনের কবরীর সাজ
গুণ্ঠনে কেন ঢেকে রও ?
কথা-ভরা প্রাণে অভিমান ঝাঁপি'
ব্যাকুলিত ব্যথা কেন সও—
বউ কথা কও।

কথা কও, নারী কথা কও !
কত কল্পের কবি-কল্পিত
কাহিনীর ভার কেন বও ?
লজ্জাজড়ানো অঙ্গের বাসে
ইঙ্গিত শুধু কাঁপিছে আভাসে ;
শত কবি গাহে সহস্র ভাষে—
মনে মনে হেসে সারা হও !
কেন ইঙ্গিত ? সুখে ও দুঃখে,
কি তার অর্থ ! কথা কও—
নারী কথা কও।

কথা কও, গোপী কথা কও!
আকুল বাঁশরী কাঁদিয়া সাধিছে—
কেমনে এমন স্থির রও?

গাছে গাছে ওই কদম্ব ফুটে,
নদীতে নদীতে কালিন্দী ছুটে!
তব শ্যামে ধরা শ্যাম হয়ে উঠে—
সুন্দরী তারে চিনে' লও।
কত সোহাগের বুকের ধন যে
চরণে লুটায়; কথা কও—
রাই, কথা কও।

কথা কও, দেবী কথা কও!
কত পূজারীর পূজা শেষ হ'ল—
পাষাণী, পাষাণই কভু নও।

কত না কুসুম চরণে শুকায়,
চন্দন মরে ঘষে' নিজ কায়;
ধূপ দীপ কত দহে' জ্বলে' যায়,
মৌন তুমি যে চেয়ে রও!
মিছা যদি পূজা, বৃথা আয়োজন,
মুখ ফুটে' সেই কথা কও,—
দেবী কথা কও।

কথা কও, সতী কথা কও !
মৃত্যুঞ্জয় নিরুপায় বলে'
মৃত্যুর আড়ে নাহি রও।
বিরাট বিরাগী শোকে সারা হয়ে,
ধরাময় তোমা দিল ছড়াইয়ে ;
খুঁজে' ফিরে আজ মহাউন্মাদ,
জননী, তাহারে ডেকে লও !
নিদাঘ জ্বালিয়া ব্যোমকেশ পুনঃ
তপে বসে বুঝি, কথা কও—
সতী কথা কও !

কথা কও, বউ কথা কও।
বিশ্বমর্ম্ম-অন্তপু'রিকা,
গুণ্ঠন আজি তুলে' লও।
ভোগী ভাবে ওই, কবি সাধে গানে ;
একই কথা জপে যোগী প্রাণে প্রাণে ;
যুগ যুগান্ত ফুকারিব কত ?
চির মৌন ত তুমি নও !
সতী, সুন্দরী, দেবী, বধূ, নারী,
নিখিল হৃদয়ে কথা কও—
'বউ কথা কও !'

ডাক-হরকরা

প্রভাতে ছুটিয়া আসি, অপরাহ্নে ছুটে' যাই আমি
পুলিন্দা ব'হিয়া ;
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু উড়ায় বিদগ্ধ বালুকণা
রহিয়া রহিয়া।
জ্বরক্লিষ্টা ধরণীর শীর্ণ তীব্র তপ্ত নাড়ী, তার
স্পন্দনের মত,
দীর্ঘ দগ্ধ রাজপথে আমার দুর্ভর পদক্ষেপ
পড়ে অবিরত !
পান্থ ! তুমি ভাবিতেছ বটচ্ছায়ে বসি'—কে ছুটেরে
কি আশার টানে ?
আমার সময় নাই, ভেবে নিতে—কেন ছুটে' যাই,
কিসের সন্ধানে !

শুধু জানি, যেতে হবে—সেই সেথা নদীর ওপারে,
শূন্য রণভূমে ;
বৃদ্ধ ক্লান্ত দিবা যেথা লক্ষ রক্ত-করবিদ্ধ হয়ে
শরশয্যা চুমে !
রাত্রি যেথা ছেয়ে আসে একটানা লয়ের মতন
ছন্দতাল হীন ;

পুলিন্দা নামায়ে সেথা একবার মুছিব ললাট,
ঘর্ম্মাক্ত মলিন।
সেথায় পড়িয়া আছে অপর নূতন বাঁধা বোঝা—
স্কন্ধে তুলি' লব ;
প্রভাতের পানে ফিরি', নৌকা খুলি' সেই রাতে পুনঃ
নদী পার হব।
বধু, তুমি ভাবিতেছ, 'ঝম্ ঝম্ ঝম—কে যায়রে
কার অভিসারে ?'
কোথা যাই ? থাক্ চিন্তা, ওই উষা রাঙাইছে আঁখি
পূর্ব্বাশার দ্বারে।

যে বোঝা বহিয়া আনি, শুনিয়াছি আছে এর মাঝে
নূতন বারতা ;
কত বিরহের শাস্তি, হৃদয়ের কত না স্পন্দন—
মিলনের কথা !
শুনিয়াছি জগতের সব চেয়ে তীব্র প্রয়োজন
আছে এরি মাঝে ;
ত্রস্তে পথ ছাড়ে সবে, ডেকে কথা শুধায় না কেহ,
দেরী হয় পাছে !
কে জানে, কাহার বোঝা কেন সর্ব্ব বিপদ হইতে
প্রাণ দিয়ে রাখি !

দুর্দ্দিনের বৃষ্টিধারে নিজ শির হ'তে ছত্র লয়ে
কেন তারে ঢাকি ?
ওগো, একদিন কেহ পথপার্শ্বে বাতায়ন হ'তে
ডেকে কথা কও ;
চির আনাগোনা হ'তে একদিন কোনও ছলে মোরে
ছিনাইয়ে লও।
ক্ষণিক বিশ্রামে মোরে দাও বুঝাইয়ে, কত শ্রান্তি
সঞ্চিয়াছে প্রাণে !
আমারে লওয়াও ছুটি এ অনন্ত ছুটাছুটি হ'তে
ব্যর্থ শূন্য পানে।



পল্লীর দোকানী

কত দিন তুমি ব্যবসা করিয়া—
ওগো পল্লীর দোকানী,
এই যে খড়ের জীর্ণ দোচালা,
গড়িয়া তুলেছ এখানি ?

মাঝে মাঝে চালে বয় ফাঁক,
চঞ্চু ঘসিছে দাঁড় কাক ;
উত্তর দিকে হেলেছে ভিত্তি,
কখন ভাঙে যে, না জানি !
কত কাল ধরে' ব্যবসা করিছ,
ওগো পল্লীর দোকানী ?

"আজীবন, ভাই আজীবন,
ভাঙা চালে আর হেলা দেওয়ালে
লাগিয়াছে মোর প্রাণপণ।"

প্রথমে যখন ব্যবসা খুলিলে,
ছিলনাক বুঝি মূলধন—
পাঁচ হাট ঘুরে' জিনিষ কেনোনি,
অলস ছিলে কি সারা খন !

নব যৌবনে কভু ভাই,
হেন দিন কিগো আসে নাই!

শূন্য তরিতে সাহস ভরিয়া
যেদিন করিলে বিচরণ—
অকূলে অকূলে, কোথা ফলে বলে'
মণি-মুকুতার উপবন?

"সব ছিল, সবই ছিল ভাই,
যা নিয়েছি তার অধিক দিয়েছি,
তাই আজ মোর কিছু নাই।"

তোমার ঘরের সম্মুখ দিয়ে
গেছে গঞ্জের সিধা পথ;
ডা'নে সোজাসুজি, প্রতি সন বুঝি
ওইখানে বসে বড় রথ!

পাশে অশথের শান্ত ছায়,
হাঁপায় তপ্ত ক্লান্ত বায়!
এমন দোকানে শ্রান্তি জুড়ায়
কত না পান্থ সদসৎ!

এমন পথিক কেহ কি আসেনি,
পূরাতে পারে যে মনোরথ?

"এসেছিল ভাই—এসেছিল,
সহসা সেদিন ফাগুনের সাঁঝে
ফিরে' দেব বলে' চেয়ে নিল"!

তবে কেন বৃথা থাক' হেথা আর—
একেলা শ্মশান জাগায়ে?
যেতে পার কোন' বন্ধুর বাড়ী,
দুয়ারে শিকল লাগায়ে!
কেন বা সাজায়ে রজনীদিন—
ভগ্নপাত্র পসরাহীন,
বসে' আছ বৃথা,—এসবের ক্রেতা
জুটিবে কি তব এ গাঁয়ে!
ভগ্ন ছিন্ন শূন্যের মাঝে
কোন্ স্মৃতি রাখ' জাগায়ে?

"শূন্য পাত্র গুছিয়ে,
বসে' আছি—যদি সে আসে আবার,
হিসেবটা নেব বুঝিয়ে!"

—o—

হাট

দূরে দূরে গ্রাম দশবারোখানি,
মাঝে একখানি হাট ;
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলেনা প্রদীপ
প্রভাতে পড়েনা ঝাঁট ।
বেচা-কেনা সেরে বিকাল বেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে' যায় ;
বকের পাখায় আলোক লুকায়
ছাড়িয়া পূবের মাঠ ;
দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে' উঠে দীপ—
আঁধারেতে থাকে হাট ।

নিশা নামে দূরে শ্রেণীহারা একা
ক্লান্ত কাকের পাখে ;
নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস
পার্শ্বে পাকুড় শাখে ।
হাটের দোচালা মুদিল নয়ান,
কারো তরে তার নাই আহ্বান ;
বাজে বায়ু আসি' বিদ্রূপ-বাঁশী
জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে ;

নির্জ্জন হাটে রাত্রি নামিল
একক কাকের ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল
চেনা আচেনার ভিড়ে;
কতনা ছিন্ন চরণচিহ্ন
ছড়ান' সে ঠাঁই ঘিরে'।
মাল চেনাচিনি, দর জানাজানি,
কাণাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি ;
হানাহানি করে' কেউ নিল ভরে',
কেউ গেল খালি ফিরে'।
দিবসে থাকেনা কথার অন্ত
চেনা অচেনার ভিড়ে!

কত কে আসিল, কত বা আসিছে,
কত না আসিবে হেথা;
ওপারের লোক নামালে পসরা
ছুটে এপারের ক্রেতা।
শিশির-বিমল প্রভাতের ফল,
শত হাতে সহি' পরখের ছল—
বিকাল বেলায় বিকায় হেলায়
সহিয়া নীরব ব্যথা।

হিসাব নাহিরে—এল আর গেল
কত ক্রেতা বিক্রেতা !

নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা
পুরাণো হাটের মেলা ;
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী,
নিত্য নাটের খেলা !
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে,
বাধা নাই ওগো!—যে যায় যে আসে,
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁ'টে কড়ি বাঁধে
ঘরে ফিরিবার বেলা।
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে
চিরকাল একই খেলা !

——o——

সাগরতীরের পাখী

কুটো দিয়ে এরা বাঁধিয়াছে নীড়
তমাল তরুর শিরে,
মহাসাগরের তীরে।
অরুণ জাগালে তবে,
জাগে এরা কলরবে ;
সোণার আলোকে পালক মেলিয়া
উধাও উড়িয়া ফিরে ;
মাটির কণাটি খুঁটে' খেতে পুনঃ
ধরণীতে নামে ধীরে।

উড়ে' বলে এরা—পাখা নাড়ি' নাড়ি',
কুলাবার নাহি ঠাঁই—
আরো চাই, আরো চাই !
শ্রান্ত সন্ধ্যাকালে,
ফিরিয়া তরুর ডালে,
এত বড় নীড় কেন রচেছিল,
দুইজনে ভাবে তাই।
প্রভাতে যে তারা আকাশে ধরেনি—
সে কথা স্মরণে নাই।

আঁখিতে যখন ঘোরনীল ঘন
মরণাঞ্জন আঁকে,
শ্যাম পল্লব ফাঁকে ;—
কাল বৈশাখী ঝড়ে
নীড় টলমল' করে,—
গরজি' সিন্ধু উচ্ছসি' আসি'
তরুমূল ধরি' ঝাঁকে,—
কি দূর তুরাশে তৃণে গড়া' বাসে
মৌন বসিয়া থাকে !

কোথা তীর, আর কোথা নীর, তুয়ে
মিশেছে বা কোন্ খানে,
এরা সে সকলি জানে।
তথাপি থাকিতে বেলা,
শেষ হয়নাক খেলা ;
লক্ষ্য হারাণ' পক্ষ ঝাপটি'
সন্ধ্যা আঁধার টানে !
কোথা নীর শেষ, কোথা তীরদেশ,
নীড় হায় ! কোন খানে ?

হেঁয়ালীর মত জীবন এদের
কুটো-বাঁধা ছোট নীড়ে,
মহাসাগরের তীরে।

কখন' নীলিমামগ্ন,

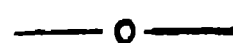
কভু মৃত্তিকালগ্ন,

অনেক দেখিয়া অনেক ঠেকিয়া

বুঝিয়াছে এরা কি রে ?

এ পাখা বৃথাই, মুক্তি ত নাই,

উড়ে' বসা ফিরে' ফিরে' !



আত্ম জগৎ

ফিরে' আয় মন, ফিরে' আয় তুই,
আপনার মাঝে ফিরে' আয়—
আর ঘুরিসনে মিছে বাহিরে ;
তোর মাঝে যাহা মিলিবে না তাহা
জগতে কোথাও নাহিরে !
ভাল মন্দর কত সাদা কালো,
এ প্রাণে বিছানো কত ছায়া আলো,
হৃদয়-কাননে মানস গহনে—
আপনারে দেখ্ চাহিরে ।
বৃথা ঘুরিসনে আর বাহিরে ।

সত্য করিয়া বল্ দেখি মন,
আপনারে ভুলে' ছুটে যাস্—
তোর কি চাই, নূতন কিবা চাই ?
স্বর্গে যে তব স্তবগান উঠে,
নরকেও তোর স্থান নাই !
হিমালয় হ'তে তুই যে উচ্চ,
তৃণ হ'তে পুনঃ অধিক তুচ্ছ ;
কুঞ্চিত প্রাণে স্বচ্ছ-উদার
আকাশেরও বেশী আছে ঠাঁই
বল্, কি চাইরে তোর কিবা চাই ?

যৌবনে কত ফুটে' উঠে ফুল,
লুটে সুরভিত লালসা;
কত পিককুল মুহু কুহরে!
প্রেম নির্ঝরে মিলন বিরহ
দুটি সখী সুখে বিহরে!
মর্ম্মরময় মর্ম্ম চূড়ায়,
জ্যোৎস্না আঁচলে স্বপ্ন কুড়ায়;
মানস-সরসীবাসী অপ্সরী
বসি' তোরই ঘুমশিয়রে।
যবে যৌবনে পিক কুহরে!

দুঃখে রক্ষ, ধৈর্য্যে উচ্চ
তোরি মত গিরি কোথারে—
কোথা বিপদের বাড়া ঘনজাল?
আঁখি হ'তে কোথা অফুরাণ ঝোরা,
ভেবে দেখ মন ক্ষণকাল।
জাহ্নবীতীরে, পূত করুণার,
গোপন হিংসা খুঁজিছে শিকার!
জন্ম মৃত্যু গিঁঠানো সূত্রে
দোলে জীবনের বনমাল!
ওরে ভেবে দেখ মন ক্ষণকাল।

সন্ধ্যা আকাশ ম্লান হয়ে যায়
দেখি' দেখি' তোর পরাণের
ওই অতিবিচিত্র বরণে !
পূজার কুসুম লালসার শ্বাসে,
ঝরে তোরি তরু-চরণে।
তোর পুণ্য যে তপনের সাথী,
তোরি পাপে ওরে, শিহরিছে রাতি ;
এ কি বিচিত্র পথ চলেছিস্
জীবন হইতে মরণে ?
কত কাঁটা ফুল দলি' চরণে !

ফিরে' আয় মন ফিরে' আয় ওরে—
অন্তর-পথে ফিরে' আয়,
আর, ঘুরিসনে মিছে বাহিরে ;
আপনার চেয়ে সাধনার ধন
জগতে কোথাও নাহিরে।
আলো কি আঁধার ভাল কি মন্দ,
ছন্দের পাশে বেসুরো দ্বন্দ ;
অমৃত গরল—যা চাবি, পাইবি
এ জীবনে অবগাহি' রে ;
বৃথা ঘুরিসনে আর বাহিরে !

—০—

শেষ যাত্রী

সাঙ্গ করে' শীতের খেয়া
পশ্চিমেরি ঘাটে,
ভাঙা পাড়ির আড়াল ধরে'
সূর্য্য গেল পাটে।
এমন সময় গ্রামের পাশে
শ্রান্ত দেহে উর্দ্ধশ্বাসে,
ছুটোছুটি ওই কে আসে
সন্ধ্যা-ধূসর মাঠে ?
শীতের খেয়া বন্ধ হ'ল
পশ্চিমেরি ঘাটে।

ভরা সাঁজে রশি খুলে'
একলা উঠে' নায়ে,
শুধাও দেখি, এত ত্বরা
যাবে ও কোন্ গাঁয়ে ?
জীর্ণ তরী নেইক মাঝি,
পার হ'তে কি হবে আজই ?
আঁধার রাতে কেমন করে'
বাইবে ডানে বাঁয়ে ?
নিষেধ কর, ও যেন আজ
উঠেনাক নায়ে।

কাল প্রভাতে ফাগুন হাওয়ায়
জম্‌বে প্রথম পাড়ি ;
শ্রান্ত পথিক তখন উঠো,
কিসের তাড়াতাড়ি !
আজও যে বয় শীতের বাতাস,
কুজ্ঝটিতে ঝাপ্‌সা আকাশ,
এখন কি কেউ নৌকা খুলে'
অকূলে দেয় ছাড়ি' !
কালকে যখন ফাগুন হাওয়ায়
জম্‌বে নূতন পাড়ি ?

উজান বাতাস লাগে যদি
পালের 'পরে সোজা,
কঠিন হবে এই আঁধারে
বাঁধা ঘাটটি খোঁজা !
যে 'আঘাটে' শীতের খেয়া
কর্‌তেছিল দেওয়া নেওয়া,
ক'মাস শুধু পার করেছে
শুক্‌নো পাতার বোঝা,—
সেই আঘাটে লাগবে তরী
শীতের বায়ে সোজা !

কালকে যখন ফাগুন দিনে
দখিন হাওয়ার ভরে,
ভিড়বে তরী বকুল তলে
বাঁধা ঘাটের 'পরে ;
ফুট্‌বে কুসুম, ডাক্‌বে পাখী,
সখার তরে আসবে সখী,
যাহার কাছে যাচ্ছ, সেকি
থাক্‌বে বসে' ঘরে ?
কাল ফাগুনে তোমায় চেয়ে
আসবে ঘাটের 'পরে।

থেকে থেকে যাচ্ছে ডেকে
উত্তুরে বাতাস—
হিম অঙ্গ মুমূর্ষ শীত
টান্‌ছে নাভিশ্বাস !
এই অকালে, এই অকুলে,
দিয়োনাক বাঁধন খুলে',
সাধ করে' কি পরবে গলে
ঘূর্ণাজলের ফাঁস ?
একটি রাত্রি দেরী কর,
আসছে মধু মাস !

'ক্ষমা কর বন্ধু আমার—
দিলাম রশি খুলে' ;
ফাগুন দিনে আমায় চেয়ে —
আসবে না কেউ ভুলে' ।
কন্‌কনে এই শীতের হাওয়া,
অনেকটা মোর আছে সওয়া ;
সকল চেয়ে দখিণ বায়ে—
প্রাণটা ভয়ে দুলে ;
যাই গো বন্ধু, শুক্‌নো পাতা
ভিড়েছে যেই কূলে !

—— o——

বংশীধারী

কেগো তুমি বংশীধারী—
বাজাও বাঁশী কোন্ কূলে ?
হৃদয় মম উদাসপারা
বেড়ায় ঘুরে' দিক ভুলে'।
ধরার বুকে ঋতুর ঘটা,
বাঁশীর বুঝি রন্ধ্র ছ'টা !
বাজছে বাঁশী বারোমাসই
মোহন তব অঙ্গুলে ;
কালিন্দীর ঐ কোন্ কূলে ?

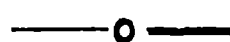
যখন বাঁশী আঁধার রাতে
ধড়্জসুরে তান পূরে,
রিম্‌ঝিম ঝিমি বর্ষা নামে
আকাশ গিরি বন জুড়ে'।
জমাট সুরে সেই আসরে
মেলায় গলা নিখুঁত করে'
বনের শিখী, আকাশে মেঘ,
জলের ধারে দর্দ্দুরে ;
ঝিল্লী ঝাঁঝে সেই সুরে।

লীলায় আঙুল নাচিয়ে এনে
পঞ্চমেতে গাও যবে ;—
শরৎ হিম আর শিশির বেজে
ফাগুন বাজে সেই রবে !
কোকিল ডাকে অখিল মজে,
ফুলের কলি সরম ত্যজে,
ঝরণা ছেড়ে তুষার গেহ
ছুটছে পেতে দুর্লভে,—
পঞ্চমেতে গাও যবে।

চৈত্রে ছুঁয়ে ধৈবতেরে
নিদাঘে গাও নিখাদে ;
চাতক চিলের কণ্ঠে ধ্বনি
ফিরছে কেঁদে বিষাদে।
তীব্র অনুরণন্ নিয়ে,
রৌদ্র কাঁপে ঝন্‌ঝনিয়ে ;
সুরের ভরে ধরার বাঁশী
ফাটিয়ে তোলো কি সাধে !
তোমার লীলার বিষাদে।

সপ্তমে আর তোলনা তান
ওগো সুরের সন্ধানী !

তারার সুরে ছিঁড়তে পারে
তারায় তারায় বন্ধনই !
ষড়্‌জে পুনঃ নামিয়ে তানে,
উতল কর বাদল গানে,
সকল সুরের রাখাল রাজা
কোন্ বনে তোর রাজধানী ?
পাইনে যে গো সন্ধানই !



শীত

বিশ্বের বিরাট বক্ষে পাতি' শবাসন,
সাধিতেছ প্রলয় সাধন—
কে তুমি সন্ন্যাসী!
বর্ণ-গন্ধ-গীত-বিচিত্রিত জগতের নিত্য প্রাণস্পন্দ,
কি স্বতন্ত্র মায়ামন্ত্র বলে পলে পলে হয়ে আসে বন্ধ!
মরণের আবাহন তরে কেন এই তীব্র আরাধন,
চেষ্টা সর্ব্বনাশী?
বর্ষপরে বিশ্ব জুড়ে' বসিলে আবার, হে রুদ্র সন্ন্যাসী!

তোমার বিশাল বক্ষ উঠিছে পড়িছে
রেচকে পূরকে দীর্ঘশ্বাসে,
ওগো যোগীশ্বর!
তব প্রতি পূরকনিশ্বাস আকর্ষিছে দুর্নিবার টানে,
মৃত্যুভয়ভীত সর্ব্বজনে, তব বক্ষগহ্বরের পানে!
হি হি কম্প লাগিয়াছে বিশ্বে সন্ সন্ নিশ্বাসে তোমার
শীত ভয়ঙ্কর।
আকর্ষিছ মরণের পানে, শবাসন কেগো যোগীশ্বর!

রেচক প্রশ্বাস তব ছড়ায় চৌদিকে
কর্ম্মহীন নির্ম্মম নির্বেবদ,
শূন্যে জলে স্থলে!

পত্রপুষ্পলতাবন্ধহীন বন—যেন সন্ন্যাসীর মেলা !
স্তব্ধ সিন্ধু ভাবে—বালুতটে শুক্তি লয়ে মিছে ছেলেখেলা !
নিরুদ্ধ নির্ঝর গিরি ; শৈলসিন্ধুময়ী পৃথ্বী লয়ে যেন
দণ্ড কমণ্ডলে,
বাহিরায় ম্লান জ্যোৎস্নারাতে ব্যোমচারী ভৈরবীর দলে !

সদ্য প্রজ্জালনধূমায়িত তব চিতা
উদ্গারিছে রাশি রাশি রাশি
কবোষ্ণ কুজ্ঝটি !
পীত পাণ্ডু শ্যামলতা, শীর্ণ জরাজীর্ণ যৌবন নবীন,
মৃত প্রাণ, দগ্ধ আশা, স্তব্ধ শব্দ, চূর্ণ পূর্ণতা প্রবীন,
কোন্ মহা আকর্ষণবলে পড়ে তব চিতা 'পরে আসি'
দলে দলে ছুটি',
স্পর্শ করি' মৃত্যুমন্ত্রপূত চিতোত্থিত কবোষ্ণ কুজ্ঝটি !

কবে শেষ হবে এই রুদ্র আহরণ—
যজ্ঞাগ্নির ইন্ধন সম্ভার,
হে মহাঋত্বিক !
কবে তব একটি ফুৎকারে, এই ঘন ধূমপুঞ্জ ছেদি'
লেলিহান প্রলয়াগ্নিশিখা সহসা উঠিবে অভ্রভেদি ?
দহনান্তে রবে পড়ে' চির হাহাকার, করি' ভস্মসার
নিত্য নৈমিত্তিক !
কত দিনে যজ্ঞে তব দিবে পূর্ণাহুতি হে মহা ঋত্বিক !

নব নিদাঘ

অঙ্গে আমার লেগেছে রে আজ
নব নিদাঘের ঘোর ;
ওরে মন, আয় সাঙ্গ করিয়া
সকল কর্ম্ম তোর !
বিছায়ে নে মোর শিথিল শরীর
শ্লথ আঁচলের প্রায় ;
চেয়ে থাক্ দূরে, অর্দ্ধ শয়নে
আধখোলা জানালায় ।

দুপ'র বেলার রূপালি রৌদ্রে
ফুলদল পড়ে নুয়ে,
মৌমাছিগুলি গুঞ্জন তুলি'
উড়ে' যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে ;
ফুলের গন্ধ ফুলেরে ঘেরিয়া
গুমট করিয়া আছে,
অমনি গান কি গন্ধের মত
ঘুরে' বেড়া মোর কাছে !

দূরে বালুচরে কাঁপিছে রৌদ্র
ঝিঁঝির পাখার মত,

অগ্নিকুণ্ড জ্বালি' কে হাপরে
ফুঁ দিতেছে অবিরত !
দিকে দিকে দিকে, জানিনা কি পাখী
হাতুড়ি ঠুকিছে তালে,
কোন্ রূপসীর স্বপ্ন-মেখলা
গড়িছে বিশ্বশালে !

কালো দীঘিজলে গাহন করিতে
নেমেছে গাছের ছায়া,
নিদ্রিত মাঠে নির্জ্জন ঘাটে
জাগিছে এ কার মায়া ;
মরীচিকা চাহি' শ্রান্ত পথিক
ফুকারে ফটিক জল,
অঙ্গে আলস আসে জড়াইয়ে
ছাড়ে না অশথতল।

আজিরে বিশ্ব কি মধু মধুর
মদির নেশায় ভোর !
মাথায় তাহার ঘুরিছে হাজার
ঘুর্ণিহাওয়ার ঘোর।
বাসনা তাহার মরীচিকা হয়ে
আঁকা পড়ে দূর পটে ;

কল্পনা তার গুণ্ গুণ্ করে'
অলিগুঞ্জনে রটে।

শীতল শিলায় শ্রান্তি বিছায়ে
শিথিল অঙ্গ রেখে,
নিমীল নয়নে মলিন বিরহ
মিলন স্বপন দেখে।
সুদূর অতীত কাছে আসে আজ
কি গোপন সেতু বাহি';
অদেখা অগম দাঁড়ায়েছে যেন
মোর মুখপানে চাহি'।

এসেছে তাহারা দিগন্ত-হারা
সাহারা প্রান্ত হ'তে,
এসেছে রে কারা কোন্ বসোরার
খর্জ্জুরবীথি পথে;
কত বেদুয়ীন্ পার করে' মরু
দীপ্ত অগ্নি ঢালা,
নামায় আমার হৃদয়ের হাটে
তরুণী ইরাণী বালা।

মর্ম্মরে গাঁথা মর্ম্মবেদীতে,
কে পাতি' পদ্মপাতা,

পত্রলেখায় লিখিতে অঙ্গ
ঘুমে ঢুলে' পড়ে মাথা !
আঁখি মুদে' একা পড়ে' আছি এই
সুখস্মৃতি ঘেরা নীড়ে,
প্রাণ ভরে' যায় চেনা অচেনার
মিলনমধুর ভিড়ে !

বেলা পড়ে' আসে, বধূ চলে ঘাটে
ভরিতে সাঁজের জল,
পথপাশে তরু গায়ে তুলে' নিল
চ্যুত ছায়া অঞ্চল !
স্বপ্নান্তরে নিয়ে চলে মোরে
নিদাঘ নিশীথ ঘোর,
ওরে মন আয়, ছিঁড়ে' ফেলে' আয়
সকল কর্ম্ম-ডোর।

নিদাঘ

কি মন্ত্র পড়িয়া আজ ছড়াইয়া দিলে ধূলা,
হে নিদাঘ, মায়াবীপ্রধান ?
স্বপ্নময় অতীন্দ্রিয় আশা আশঙ্কায় তুলি,
রুদ্ধকণ্ঠে নাহি ফুটে গান।
বসন্ত, বালক সে ত, সম্মোহন তরে তার
পুষ্পে গানে কত আয়োজন ;—
মন্ত্রসিদ্ধ হে প্রবীন, হেলায় শাসিয়া তারে
পাতিয়াছ আপন আসন।

কাননে আনত ফুল, কুহর ভুলিল পিক,
গুরু বায়ু গন্ধ নাহি বহে ;
তব স্থির নীল নেত্রে রাখি' মুগ্ধ আঁখি তার,
দ্বিপ্রহর স্তব্ধ হয়ে রহে !
তোমার কুহক স্পর্শে মাঝে মাঝে উঠে জেগে
তীব্র দাহ, উত্তপ্ত নীরস ;
ক্ষণে পুনঃ বহি' আন কত শত বরাঙ্গের
স্নিগ্ধতম উশীর পরশ !
অন্তরে অন্তর শুধু রসে ভরি' ভরি' উঠে,
পূর্ণ পক্ক আঙুরের প্রায় ;

মর্ম্মে টল টল ব্যথা মুখে নাহি ফুটে কথা
মাথা ঢুলে' পড়িছে তন্দ্রায় !

মেরোনা মেরোনা ছুড়ে' হে নির্ম্মম, বসোরার
লুপ্তবাস গোলাপ-পরাগ ;
জড়ায়ে দিওনা কণ্ঠে জন্মান্তবিস্মৃত মৃত
সাজাদির গুপ্ত অনুরাগ ।
ধোরোনা ধোরোনা মুখে, খুলে' যুগান্তের ঢাকা
ফেনোচ্ছল উগ্র দ্রাক্ষারস ;—
কোরোনা কোরোনা আর, হে মধুমরণ, মোর
মায়ামন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ বিবশ !

——000——

অকাল বর্ষায়

ফাগুন-প্রভাতে অসময়ে, ওরে,
বাদল নেমেছে আজ ;
কি জানি কি দেখে' ধরণীরাণীর
নয়নে লাগিল লাজ !
কটিতট হ'তে করি' আহরণ
আঁচলে অঙ্গ করে আবরণ ;
ভরা যৌবন লেপি' কেন দিল
মেঘপাংশুল সাজ ?
ফাগুন-প্রভাতে অসময়ে কেন
বাদল নামিল আজ !

সিক্ত দোয়েল আম্রশাখায়
বসে' আছে যেন আঁকা ;
বসন্ত কোথা ভিজিছে, কে জানে,
গুটায়ে স্বর্ণপাখা !
ভুলে' ডেকে উ'ঠে পিক গেল থেমে,
শিষ দিয়ে উড়ে' ফিঙে এল নেমে,
মেঘঅঞ্চলে স্নিগ্ধ নয়ন
পাপিয়া ছেড়েছে ডাকা ;
বসন্ত ঝুরে মেঘ-পিঞ্জরে
গুটায়ে স্বর্ণপাখা ।

পাতার কুঞ্জে ঘুমায় এখনো
গোলাপ, যুথিকা, বেলা,—
দখিণা বাতাস কহে নাই কানে
হয়েছে এত যে বেলা !
কাল এসেছিল ফাগুন-সন্ধ্যা,
ফুটেছিল তাই রজনীগন্ধা ;
রূঢ় বিদ্রূপে বাদল বাতাস
দিয়ে যায় তারে ঠেলা—
কে দেখে রে তার বুক ছেপে ছেপে
নীরবে অশ্রু ফেলা !

ফাগুন প্রভাতে অসময়ে, ওরে,
বাদল নামিল আজ ;—
খেয়ালে ছিলাম, সহসা ধ্রুপদ
বাজিল প্রাণের মাঝ !
এই বিশ্বের কারখানা মাঝে,
ছুটির ঘণ্টা মেঘে মেঘে বাজে ;
ছুটি, আজ ছুটি ! চিরতরে কি রে
বন্ধ হইল কাজ ?
অসময়ে এই আশার অতীত
বাদল নেমেছে আজ !

অভিমান

(গান)

কার অভিমানে এমন ফাগুনে ঘনাল বরষা আজি—
কে মানিনী আজ, ফেলি' ফুলসাজ এলাল চিকুররাজি !

কার সোহাগেতে কি ঘটিল ত্রুটি,
গাঁথা মালা বালা করে কুটিকুটি !
ছুড়ে' ফেলি' ফুল লয়ে মুঠিমুঠি
খালি করে ভরা সাজি !

কে কোথা করিলে তিল অযতন !
অঞ্চলে বালা ঝাঁপিল বদন ;
গুমরি' গুমরি' করিছে রোদন
সকল ভূষণ ত্যজি' !

এ বসন্তে কোথা কে ফিরিল কেঁদে,
পায়ে ধরে' তারে ফিরাওগো সেধে ;
(শুধু) তোমারি তন্ত্রে বিশ্ব-যন্ত্রে
বেসুর উঠে যে বাজি !

——o——

শরতের ব্যথা

মনে ভাবি—মেঘ কেটে গেল যদি,
আশার কথাই কহি।
আকাশেরি জল ফুরাল, নয়নে
আর কেন জল বহি ;
এখন দুপরে রুদ্রস্বরে
বজ্র পড়ে না ভেঙে ;
নিশীথের নদী ভাঙে না দুকুল
তড়িৎপ্রভায় রেঙে।
নাহি শ্রাবণের সেই ঘন ঘটা
দুঃখের সমারোহ ;
দুর্দ্দিনে রুধি সকল দুয়ার
সুদিনের মিছা মোহ !
আর্ত্তকণ্ঠে আকাশে আর ত
বেড়ায় না কেহ কেঁদে,
বাদলের রাতি বিদায়ের ভোরে
ফিরে না সবারে সেধে ;
বহে না বাতাসে জলে-ভরা কারো
বুক-খালি করা শ্বাস ;

সে সকল ব্যথা সে সকল কথা
আজি যেন পরিহাস !

এখন ফুটেছে শুভ্র শেফালি
রঙিন বৃন্ত ’পরে ;
ভোরের অরুণ আলোকের দল
মেলিছে নীলাম্বরে !
কমলে কমলে অমল হাস্য
ফুটে সরোবর জলে ;
নীরবে নিশীথে বিমল জ্যোৎস্না
নির্ম্মল নভোতলে।
চারিদিকে শুধু আশা আনন্দ
হাসি আলো আগমনী ;
কে চাহে তুলিতে কে চাহে শুনিতে
আজি বিষাদের ধ্বনি !

তবু মনে হয়, আষাঢ় আসিতে
কেঁদে বেঁচেছিল প্রাণ ;
বিশ্বরোদনে অশ্রু মেশানো,
ছিল না ত লাজ মান !
ব্যথা নিয়ে যবে ঊর্দ্ধে চেয়েছি
আকাশে জমেছে মেঘ ;

নিশ্বাস যদি টানিয়া ফেলেছি—
বাতাসে উঠেছে বেগ !
আঁখির বাষ্প যতবার মুছে'
চাহিয়াছি দিক্‌পারে,
অমনি দেখেছি আবছায়া মাঠ
ভেসে যায় বারিধারে !
সবুজ ধান্য বন্যার জলে
আধেক ডুবিয়া বহে,
তখনো পাশের পাটের ক্ষেতের
গায়ে পড়ে' কথা কহে !
গোপনে নিশীথে ভরা মেঘ সাথে
ঝুরে' ঝুরে' প্রাণ খোলা,
মাটি-চাপা যত অতীতের বীজে
কাঁদায়ে ফাটায়ে তোলা !
ঘরে পরে সে কি রোদন মিলন
বেদনা বাঁধনে বাঁধি' ;
ব্যথাতুর বুক সুখ না পেলেও
স্বস্তিতে ছিল কাঁদি'।
কিন্তু ফুটিল শুভ্র শেফালি,
রঙিন বৃন্ত 'পরে,
ভোরের অরুণ আলোকের দল
মেলিছে নীলাম্বরে !

ভাসে চারিদিকে আশা আনন্দ
হাসি আলো আগমনী ;—
কে চাহে তুলিতে কে চাহে শুনিতে
আজি বিষাদের ধ্বনি !

—০—

প্রবাসী

ঝুম্‌কোলতা ফুলের বেড়া-ঘেরা
কুটিরখানি তার প্রবাসের এক কোণে ;
রাত্রিদিনে ঘরের কথা ছাড়া
অন্য কথা আর পড়েনা তার মনে।
যে গানে তার উঠে ভোরের রবি,
সেই গানেতে ফুটে সাঁজের তারা ;
চোখের ’পরে ভাসে হাজার ছবি,
বুকের তলে মুক্তা এক জ্বলে
সকল আলো-করা !

আল্‌তা-পরা পায়ের পাতা ফেলে’
ফুলের পাতে পাতে, এল ফাগুন-রাণী !
হাজারো বার পঞ্চমেতে তুলে’
যাচ্ছে নেমে নেমে, পিকের গলাখানি !
কে অলক্ষ্যে বাঁকিয়ে চাঁদের ধনু
ঝর্‌ঝরিয়ে হান্‌ল জ্যোস্নাশর ;
জর্জ্জরিয়ে দিল যে তার তনু—
তবুও তার থাম্‌ল না সে গান,
কাঁপলনাকো স্বর !

বর্ষা এল বাজিয়ে বিজয় ঢাক
বলির তরে নিয়ে, কালো মেঘের দল ;
বিজ্‌লী খাঁড়ায় কোপের পর কোপে
রক্তে হ'ল রাঙা ভাগীরথীর জল !
দিগম্বরী দাঁড়িয়ে প্রলয় মুখে,
উড়িয়ে দিল বৃষ্টিধারার চুল ;
ঝঞ্ঝা নেচে চাপ্‌ল ধরার বুকে,
তবু্‌ও তার কাটলনাকো তাল—
সুর হ'লনা ভুল !

এমনি করে' সারা প্রবাসজীবন
একতারাটি নিয়ে গাইল একই গান—
হঠাৎ সে দিন এল উপর হ'তে
মঞ্জুরীসই-দেওয়া ছুটীর চিঠিখান।
চমক ভেঙে একতারাটি ফেলে',
দেশের মুখে ভাসিয়ে দিল তরী ;
দাঁড়িয়ে কে ওই সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বেলে !
মিলন-সাঁঝে কাঁকনে কার বাজে
এক্‌তারাটির সুরই !

——:o:——

অবগুণ্ঠিতা

রহিলে যে তুমি অবগুণ্ঠিতা,
সেই ভাল মোর সেই ভাল ;
অঞ্চল আড়ে সন্ধ্যার দীপ—
সেই আলো মোর সেই আলো ।
শিখাহীন ওই আলোকের আভা,
জ্বালাহীন ওই জ্যোতি,
গোধূলি আবৃত সন্ধ্যার মত,
ধূপে ঢাকা দীপারতি—
তাই জ্বাল ওগো তাই জ্বাল,
গোধূলি আঁচলে সন্ধ্যার তারা
সেই আলো মোর সেই আলো ।

চলে' গেলে তুমি অবগুণ্ঠিতা,
সেও ভাল কিগো সেও ভাল ?
সাঁঝ দীপ দিলে তুলসীর মূলে,
কই আলো, ঘরে কই আলো ?

ঘুমন্ত চোখে দুটি কালো তারা,
নিভন্ত দুটি দীপ—
কাল বোশেখীর ঝঞ্চামগ্ন
সন্ধ্যাতারার টিপ।
তাই ঢালো প্রাণে তাই ঢালো—
ও আঁখিতারায় যে কালো ঘুমালো,
সে কালো ওগো সেই কালো'।

— —c——

যৌবন বিস্ময়

(গান)

জীবনে আমার ফুটাইলে কে গো
যৌবন শতদল ?
একি বিস্ময়, একি সৌরভ—
একি শোভা ঢল ঢল !

উথলে দুকূলে ঘন কালো বারি,
নিজ কলগান বুঝিতে না পারি ;
জানি না যে কেন হেসে লুটে' পড়ি—
কেন চোখে আসে জল !

কে দাঁড়ায়ে তীরে তরুণ তপন,
মাখালে জীবনে সোণার স্বপন !
ঢেউ বাড়ায়ে যে পাইনা চরণ,
বৃথা হই চঞ্চল।

এস গো সাঁতারি' তরঙ্গ উঠায়ে,
চরণলীলায় জীবন ছিটায়ে,
ছিঁড়ে' নাও তীরে, বাসনা মিটায়ে,
লাজে রাঙা এ কমল—
মোর যৌবন শতদল।

রূপহীনা

পেয়েছি তার ভালবাসা, সে উদার মনে
দিয়েছে বলে'—
এই কথাটি কাঁটার মত রয়েছে বিঁধে'
প্রাণের তলে !
রূপবিহীনা করলে কেন হায় গো বিধি !
জীবনে মোরে এমন সুখী করবে যদি ?
জীর্ণ তরী খানা—
পাঠিয়ে দিলে সাগর কূলে
বইতে সোণা দানা

কাঙাল করে' পাঠিয়ে দিলে দাতার পাশে
দীনের বেশে,
দেবার কিছু নেইক তবু নিতেই হবে
নম্র হেসে।
আর সকলে উচ্চশিরে আসে ও যায়,
উচিত দাম চুকিয়ে দিয়ে জিনিষ চায় ;
আমি দুয়ার ধরে'
জয়ধ্বনি করব লয়ে
দানের বোঝা শিরে।

চুমুক দেছি মর্ম্ম চিরে', ওষ্ঠাধর
হয়নি লাল।
বক্ষশিরা জুড়েছি ছিঁড়ে', পায়নি তনু
বীণার হাল।
সকল আশা সহসা জ্বেলে ধরেছি আলো,
বেড়েছে শুধু চোখের জ্বালা দেহের কালো।
শুভ্র প্রেম শিখা
ধূমাঙ্কিত তনুর কাচে
রক্তে যেন লিখা।

কাননে মোর সরসি-শোভা, সুরভিফুল
নেইক বলে',—
সে বলে, সে ত তৃপ্ত শুধু ধুতরো ফুল
গঙ্গা জলে!
আমার রূপশ্মশানে বসি' মাখে সে ছাই,
সে আরাধনে পরাণে কই তৃপ্তি পাই!
বুঝেছি নিশ্চয়—
গলালে প্রেমে রূপের হেম
নারীর ভূষা হয়।

হে আরাধ্য মম!
ইচ্ছা মোর ছিল না তবু তোমায় আমি
দিলাম ফাঁকি!

তুমিও কিছু চাইলেনা গো, পূরালে মোর
সকল বাকী।
ছিল না মোর কিছুই তবু চাইলে পরে,
নিতাম যেচে ত্রুটির ক্ষমা চরণে ধরে' !
পাত্রাতীত দানে,
ভাসিয়ে দিলে নারীর মান
যে টুকু ছিল প্রাণে।

স্বামী-দেবতা

হৃদয়টাকে কোমল বলে' তুচ্ছ করো পাছে,
তাইত' আরও লোকদেখান কঠিন হয়ে থাকি।
প্রাণের মাঝে অগাধ বারি মৌন হয়ে আছে,
উপরে তারে অসাড় করে' তুষার দিয়ে ঢাকি।
হায় গো মোর প্রিয়া,—
বুকের ব্যথা রেখেছি চেপে, পাষাণ বুকে দিয়া।

কাঙাল তুমি ভাব্‌বে বলে' আসিনে দীন বেশে,
ক্ষুধার ফল, তৃষার জল, যুটেনা প্রতিদিন।
আপনা খেয়ে আপনি বাঁচি, বেড়াই মুখে হেসে,
তোমার কাছে দাতা যে সাজি, গোপনে করি ঋণ
হায় গো মোর নারী,—
সব দীনতা তোমার কাছে খুল্‌তে নাহি পারি!

আকাশ তার আলোকগুলি নিত্য ধরে জ্বেলে,
নিবিয়ে রাখে প্রাণের মাঝে আঁধার শত শত।
অগ্নিগিরি পাথর সোণা উগ্‌রে ফেলে ঢেলে,
দেখায় না যে বুকের মাঝে গভীর কত ক্ষত!
হায় গো মোর কবি,—
সাহস নাই দেখাই তোমা অন্তরেরি ছবি।

মানুষ হয়ে পাইনে তোমা, দেবতা আমি তাই,
দেহের ছায়া কুড়ায়ে লয়ে প্রাণের মাঝে ধরি।
পূজার কালে পলকহারা নয়ন মেলে' চাই ;
চলিয়া গেলে আসন ছেড়ে লুটায়ে আমি পড়ি।
ভক্ত মোর হায়,—
সাহস নাই বল্‌তে, প্রাণ নূপুর হ'তে চায়।

আজকে সাঁঝে বাদল বায়ু বইছে এলোমেলো —
কবাট-ভাঙা মন্দিরে এ প্রদীপ নাহি জ্বেলো।
থাক্ আরতি চাইনে পূজা, সরিয়ে রাখ ডালা,
একটিবার সহজ নামে ডাকো আমায় বালা ;
আমার মাঝে দৈন্যভরা মানুষটিকে চাও,
তোমার রচা আসনখানা তুমিই ভেঙে দাও।
ভক্তি হ'তে তৃপ্তি লয়ে আশীষ বহি' শিরে,
একলা ফেলে' যেয়োনা মোরে জীর্ণ মন্দিরে।
কঠিনা হায় নারী,—
ফুলে ও ফলে অর্ঘ্য দিলে, দিলেনা আঁখিবারি ;

প্রেমের স্পর্দ্ধা

বিষম বোশেখী রোদে পোড়াদহ ষ্টেশনে,
আগুন হয়েছে তেতে টিন্ ;
যাত্রীর হুড়োহুড়ি, কার কথা কে শোনে,
ঘেমে পুড়ে' ধূলায় মলিন ।
আসে গাড়ী, হাঁকে ফেরি, ছুটে যত মুটিয়া
বেঁকে বহি' পোঁটলার ভার ;
ছেলে বুড়ো ধায় সবে পড়িয়া ও উঠিয়া,
মুখে যেন মাখা হাহাকার !
উড়িছে কাঁকর ধূলা আগুনের বাতাসে,
ইঞ্জিনে ফুঁসে বাঁধা তাপ ;
টিকিট-ফুকোর মুখে নিদারুণ হতাশে,
লোকে লোকে বেঁধে গেছে চাপ !
এ হেন দারুণ ঠাঁইএ তৃষাতুর দুপ'রে
কয়েকটী সঙ্গীর সাথ,
চেলি জাঁতি ঘড়ি চেনে গরদে ও টোপরে
বসি' বর সূতাবাঁধা হাত ।
শুকায়ে গিয়াছে মুখ, চোখ গেছে বসিয়া,
কণ্ঠে মলিন ফুলমালা,
সারাদিন অনাহারে, রাঙা পানে রসিয়া
ঠোঁট দুটি মোহরের গালা !

নিঙাড়ি সে নীরসতা রসিকতা যা মেলে,
সঙ্গীরা ঢালিতেছে কাণে ;
অদূরে অশথছায়ে অজ অজা গা ঢেলে,
আঁখি মুদে' সমঝায় মানে !
বায়স বসিয়া ডালে শ্বসিতেছে হাঁ ক'রি',
ডাকিবে যে, না যুয়ায় রস ;
ঘোরাল তেঁতুল গাছে ডালে ডালে আঁকড়ি'
বাদুড়েরা তন্দ্রাবিবশ ।
আগুন টিনের তলে, বসি' প্ল্যাটফরমে
বেঞ্চি-আসনে করি' ভর,
অনিদ্রা অনাহারে চোখ তুলি' চরমে
কোন্ তপে বসি' ভাবী-বর !
বহে কি মলয় বায়ু, ফুটে কি রে জ্যোছনা,
থেকে থেকে ডাকে কি কোকিল ?
চন্দন-নন্দিত পাতা ফুল-বিছানা,
ফুলে ফুলে ভরিল নিখিল !
তারি মাঝে হেমছবি প্রেমময় আঁখিরে,
আঁখিপানে চেয়ে নত হয় ;
জীবনের যা বাসনা মিটিতে কি বাকী রে,
প্রেম আজি প্রাণ করে জয় !
যে গরমে মেলট্রেণে, বরফ তা ফুরাল,
প্রেম তার কোথা পেল রস ?

কর্ম্মের তাপভূমে লাল চেলি উড়াল,
সূতা বেঁধে হাত করি বশ।
মানুষে সাজাল সঙ্, দূর করি' সরমে
এ গরমে পরাল ষ্টকিন্;
ভুলাইল চারিদিকে, রেল প্ল্যাটফরমে
বসি' গেল লয়ে তার বীণ!
ধূ ধূ করে মরুভূমি, যত চলি জীবনে,
মরীচিকা পিছাইয়া যায়;
শুধু দাহ শুধু তাপ এ মানব ভবনে,
কোথা প্রেম নিত্য রস পায়?
অসীম ব্যাপিয়া নীল মরণের সাগরে,
কে ডুবায়ে দিলরে জগৎ?
বিদ্ধ মীন সম ছুটে, কাটে কত যুগরে,
নাহি ত্রাণ নাহি মিলে পথ।
এই নীল টানে বুকে, পানে বাড়ে পিয়াসা,
লোমে লোমে পশিছে এ নীল,
ঢোকে ঢোকে মৃত্যু পিয়ে জীবনের যে আশা,
নিবে' আসে করে' তিল তিল।
টানাটানি ঠেলাঠেলি, পথ যায় হারায়ে,
মরণের নাহি মিলে পার;
অসীমের বেড়া-দেওয়া নিদারুণ কারা এ,
কেন প্রেম আনে মিছা ছাড়?

অকাজের জীবন

(কৈশোরে)

জন্ম আমার নহে নহে বুঝি
জগতের কোন হিতে,
ফুলের মতন ফুটেছি বৃথাই,
ভালবাসা দিতে নিতে !
যে দিকে যখন বহিছে পবন,
দুলে' দুলে' কেঁপে মরি ;
পরিচয়হীন লুব্ধ অলির
চরণ জড়ায়ে ধরি ।
জলে ভরে আঁখি চেয়ে চেয়ে থাকি
রঙিন উষার পানে ;
সন্ধ্যার আলো কোথায় মিলায়,
কোন্ সুদূরের ধ্যানে !
অচেনা তারার আলোকের ধারা
অযাচিতে বুকে ঝরে ;
প্রাণের গন্ধ কবরীর মত
সোহাগে এলায়ে পড়ে ।
আলসে আড়ালে কিশোর জীবন
বিনা প্রয়োজনে কাটে,
বুঝেছি এবার, পরিচয় মোর
হবেনা ভবের হাটে ।

(যৌবনে)

তবু যত দিন দেখা নাহি হ'ল,
জীবনে তাহার সনে,
ধরণীর সাথে কিছু পরিচয়
হবে আশা ছিল মনে।
সে আশা এখন আশঙ্কা হয়ে
মাঝে মাঝে বুকে জাগে ;
মোর স্নায়ুজালে তারি কুন্তলে
গ্রন্থি ছাড়াতে লাগে।
আজ বুঝিয়াছি এত কাল আমি
সবেতে খুঁজেছি কারে ;
না পেয়ে পেয়েছি ভাবিতাম, তাই
হারাতাম বারে বারে।
ফুলের গন্ধে, মন্দ মলয়ে,
কিসলয় শিহরণে,
উষার ভূষণে, সন্ধ্যা গগনে
জ্যোৎস্নার জাগরণে,
ফুলদোল শাখে, কোকিলের ডাকে,
ভুলভরা মধু মাসে,
বৈশাখী ঝড়ে, জ্যৈষ্ঠ দু'পরে
আষাঢের নীলবাসে,

শ্রাবণে ভাদরে, বিজুরি বাদরে,
মাতাল বায়ুর হাঁকে,
শরতের হাসে, শিউলির বাসে,
শীতের কুয়াসা ফাঁকে,
সাথীর মিলনে, কবির কাননে,
কাহিনী কথায় গানে,
বুঝিনি ত হায়, খুঁজেছি তাহায়
সকলের মাঝখানে।
আজ সে সকল মিথ্যা নকল,
সে মোর দাঁড়ায়ে পাশে.
মোদের জগতে আছে তারা শুধু—
উপমার অভিলাষে !
প্রাণের প্রেমের পরশ না পেলে,
জগতই অর্থহীন ;
বাহুতে বেঁধেছি যারে, তারি কাছে
জগৎ করিছে ঋণ।

(শেষে)

জানি জানি জানি অতল সিন্ধু
চঞ্চল তার বুক,
জানি দিনরাত ঢেউএর আঘাত,
উঠে পড়ে সুখ দুখ !

যদি কোন ফুল ফুটে' থাকে হেথা,
নহে সে চিরন্তন ;
ফুলে ফুলে উঠে মৃত অতীতের
সুগভীর ক্রন্দন।
তবু এও জানি, এরি মাঝে আমি
খুঁজিয়া পেয়েছি তারে ;
না জেনে না চিনে' পেয়েছি যখন
আশঙ্কা করি না রে।
নব নব দেহে, নব নব গেহে,
লব লব তারে খুঁজি',
হারায়ে হারায়ে আপনার ধন
বারে বারে লব বুঝি'।

——০০০——

অলির প্রণয়

আপন হৃদয়-মধু ঢেলি ফুল পাত্রে,
প্রাণ ভরি' পান করি পূর্ণিমারাত্রে।
ফুল হ'তে ফুলে যাই,—
উড়ে' উড়ে' মধু খাই,
জ্যোছনা পিছলি' পড়ে রেণুমাখা গাত্রে,
পূর্ণ রাত্রি কাটে পুষ্পেরি পাত্রে।

কুঞ্জে কুসুমবালা স্নেহদোলা বক্ষ,
গুঞ্জরি' বুকে ধরি বিথার দুপক্ষ।
মুগ্ধ আলিঙ্গনে,
দুজনেরই হয় মনে,
জন্ম জন্ম যেন মোদেরি এ সখ্য,
নিমেষে পড়েছে ধরা চিরহারা লক্ষ্য।

সহসা মলয়ে জাগে ছোট এক ঘূর্ণ,
কাঁপিয়া পাপড়ি খসে, প্রেম মোহ চূর্ণ।
ব্যাকুল বাঁধন টুটে'
ভূমিতে সে পড়ে লুটে'—
তখনো পক্ষপুটে সৌরভ পূর্ণ;
ঘূর্ণিতে ঘুরে তারি পরাগেরি চূর্ণ।

ধূলায় লুটায় ফুল পাংশুল অঙ্গ ;
আমি অলি কেঁদে বলি 'লব তব সঙ্গ ।'
শ্রান্ত নিমীল আঁখি
মোর মুখ 'পরে রাখি',
সান্ত্বনা দিয়ে মোরে খেলা করে সাঙ্গ ।
জীবন পাতিয়া লই মরণেরি ব্যঙ্গ ।

উদাস আমারে লয়ে বাতাস বহিয়া যায়,
ফুলের সুরভি স্মৃতি কোথায় হারায়, হায় !
ছায়াঢাকা আলোমাখা
কাননে মেলিয়া পাখা,
উড়ে' যেতে মধুরাতে হৃদয় কাহারে চায় !
শূন্য বক্ষকোষে পুনঃ মধু উথলায় ।

সে মধু ভুঞ্জিবারে খুঁজি নবপাত্র,
দেখি না রয়েছে বাকী কতটুকু রাত্র ।
আধফোটা নব কলি
অঙ্গে পড়ি যে ঢলি' ;
সে দেয় হৃদয় খুলি' মোরে দেখামাত্র—
প্রণয় পরশে কাঁপে কুসুমেরি গাত্র ।

এমনি ঢালিয়া মধু নব নব পাত্রে,
বার বার করি পান পূর্ণিমা রাত্রে ।

এ ফুলে ও ফুলে উড়ে'
আপনারে মরি চুঁড়ে',
জ্যোছনা পিছলি' পড়ে রেণুমাখা গাত্রে।
পূর্ণরাত্রি কাটে পুষ্পেরি পাত্রে।



বারনারী

ধরণী তোমার প্রমোদপ্রবাস,
বাঁধনিক হেথা ঘর ;
বিশ্বশুদ্ধ বুকে টেনে, বল
সবাই আমার পর ।
নিষ্কলঙ্ক-নিকষ হৃদয়
প্রেমলেখা-রেখাহীন ;
রূপের গরব ভেঙেছে, করিয়া
রূপা হ'তে তারে দীন ।
অজেয় অতনু ফুলধনু টানি'
এসেছিল তব পাশ,
রুষিয়া ভস্ম করনি, আছে সে
দ্বারে বাঁধা ক্রীতদাস ।
মায়ার অতীত অয়ি মায়াবিনি,
কতই না রূপ ধর ;
যৌবনখানি বসনের মত
খুলে' রাখ, তুলে' পর !
কার কল্যাণে করে কঙ্কণ
সিন্দুর সিঁথা 'পরে ;
অমর কাহারে বরিয়া লয়েছ
বিশ্ব-স্বয়ম্বরে ।

ধরণীর বুকে চরণ আঘাতি'
নাচ যবে নানা ছাঁদে,
পা-দুটি জড়ায়ে মায়া মমতায়
নূপুর বৃথাই কাঁদে।
ফুলধূলিমাখা অয়ি ভৈরবি,
কোথা তব বাসভূমি ?
প্রেমে নেমে এল মন্দাকিনী যে,
তাহারও উর্দ্ধে তুমি ?
হে বহ্নি ! ওই লালসা লইয়া
পুড়ে পতঙ্গদল ;
সমিধ যোগালে জ্বলিত তোমাতে
উজ্জ্বল হোমানল !
স্নেহ-প্রেমাতীতা হে নির্লিপ্তা,
নাহি তব সুখদুখ ;
পুণ্য তোমারে করে না লুব্ধ,
পাপে নাহি কাঁপে বুক !
নহ মা ঘৃণ্য, কৃপার পাত্র,
আজ যে বুঝেছি খাঁটি—
মায়ের পূজায় কেন লাগে তোর
চরণে দলিত মাটি !

——o——

মানুষ

পাঁচনি লইয়া গরুর পালের পিছনে যারা
চলেছে দূরের মাঠে ;
ছিন্ন বসন, নিবারিতে ঘন শ্রাবণধারা
মাথায় নাহিক আঁটে !
গাভীর পুচ্ছ ধরি' যারা তরে বর্ষানদী,
জুটেনা পারের কড়ি ;
হারা বাছুরের সন্ধানে ফেরে সন্ধ্যাবধি,
কাদায় কাঁটায় পড়ি'।
ক্ষুধার অন্ন, পরণের বাস, বাসের গেহ,
তাদের যদি না মেলে,
ঘৃণা কি করুণা কোরোনা তাদের করগো স্নেহ—
তারা মানুষেরি ছেলে।

জ্যৈষ্ঠ দুপ'রে গলদ্‌ঘর্ম্ম, বলদ লয়ে
চষে যারা রাঙা মাটি,
কতনা ঝঞ্ঝা মুষলের ধারা মাথায় বয়ে
ক্ষেত করে পরিপাটি ;
আশা যার ভাসে আকাশে আকাশে মেঘের বুকে,
ধরণী গর্ভে ধন ;

বোকামি পড়েনা ন্যাকামিতে ঢাকা যাদের মুখে,
ধূলা কাদা আভরণ ;
অট্টালিকার উপায় থাকিতে হাজারতর
যার চালা ঘুচে নাই ,—
ঘৃণা কি করুণা কোরোনা তাদের শ্রদ্ধা কর,
তারা মানুষেরি ভাই ।

শোভন করিয়া ঢাকিবে আপন লজ্জাটুক্—
জুটে নাই হেন বাস ;
তারি খুঁটে যারা পিঠে ছেলে বেঁধে, রক্তমুখ,
তুলিছে মাটির রাশ ;
যার নিরুপায় রূপের শিলায় নিয়ত ঝরে
ঘর্ম্মের নিঝর্র,
সহ্য-অদ্রি সমান যে সহে বক্ষপরে
লক্ষ দুঃখ ঝড় ;
মাঝপথে যার শিরে নিজ বোঝা দিতেছে পতি,
থাক্ বা না থাক্ শ্রী—
ঘৃণা কি কামনা কোরোনা তাদের, কর গো নতি,
তারা মানুষেরি স্ত্রী !

নির্ব্বোধ যারা, দুর্ব্বোধ যারা পল্লীপারে,
অশ্লীল যার ভাষা ;

আশী শতাব্দী ধরিয়া যাদের দৈন্য বাড়ে—

চির নাবালক চাষা !

হলের ফলকে লক্ষ্মী উঠিলে, করিয়া দান

লক্ষ্মীমানের ঘরে,

দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া, প্রাণ

দেয় যারা নিজ করে ;

বেতসের মত সভ্যশিক্ষা শেখেনি যারা

হাওয়ার নেশায় মাতি—

বটের মতন খোলামাঠে আজও রয়েছে খাড়া,

তারা মানুষেরি জাতি !

——o——

চাষার বেগার

রাজার পাইক বেগার ধরেছে,
ক্ষেতে যাওয়া বন্ধ হ'ল আজ ;
পরের কাজে কাটবে সারাদিন,
রইল পড়ে' ঘরের যত কাজ ।
আষাঢ় মাসে চাষের ক্ষেতে,
খাটচে সব দিনে ও রেতে,
শেষ 'জো'য়েতে রুইব বলে'
বেরিয়েছিলাম আজ ;—
প'ল রাজার বাড়ী কাজ !

লোকের ক্ষেতে নূতন চারাগুলি
সবুজ, যেন টিয়ে পাখীর পাখা ;
পাটের ডগা লক্‌লকিয়ে উঠে'
বালুরঘাটের বাজার দিল ঢাকা ।
গাঙের জল বানের টানে,
আস্‌ল ধেয়ে গ্রামের পানে ;
পল্লীপথ গরুর ক্ষুরে
হ'ল যে কাদামাখা ;
শস্যভারে পড়্‌ল চরা ঢাকা ।

উপঝর্‌রণ দারুণ বাদলে

ভাসছে জলে জীর্ণ কুঁড়েখান ;

মোড়লের ঝি ভাব্‌ছে অধোমুখে—

বাঁচবে কিসে ছেলে দুটির প্রাণ !

'শ্যামলা' মোর দুঃখ বুঝে'

দাঁড়িয়ে ভেজে চক্ষু বুঁজে',

সুদের দায়ে দাদাঠাকুর

গোয়ালে দিলে টান ;

রুইতে পেলে হ'ত ক'বিশ ধান।

জীর্ণচালে হ'ল না আর দেওয়া

কোথাও দুটি পচাখড়ের গুঁজি,

রাজার কাজে বেগার দিতে লোক

মিল্‌ল না কি পল্লীখানি খুঁজি' ?

সারা সনের অন্ন ছাড়ি'

যেতেই হবে রাজার বাড়ী !

স্বর্ণচূড়ার বর্ণ সেথায়

মলিন হ'ল বুঝি !

যাচ্ছি চল, চক্ষু কান বুঁজি'।

যথাস্থানে সংস্কার

স্বর্গ হ'তে ঘুরে' এসে বলে বৃষ্টিজল—
ধরা নহে বাসযোগ্য, ধূলাই কেবল !
যাই হ'ক, এ যখন জননী আমার,
আমারই লইতে হয় সংস্কারের ভার।
পান্থ বলে "সাধু, কিন্তু মাঠে যাও দাদা,
পথে ধূলা গুলে' আর ক'রোনাক কাদা।"

পথের চাকরি

বৈশাখে চূতশাখে ডাকে পিককুল,
তরুছায়ে মধুবায়ে ফুটে কত ফুল।
দুপ'রে দারুণ রোদে
মাদুরে নয়ন মোদে—
কবিসনে কবিপ্রিয়া প্রেমে মশগুল !
আমি কি করি ?
যা'-তা' উদরে ভরি,
খুঁজিতে পথের ত্রুটি
'বাই-সাইকেলে' উঠি—
সাড়ে-দশ ক্রোশ ছুটি ;—এই চাকুরি !

জ্যৈষ্ঠে দেশটা যবে তৃষ্ণা-বিকল,
ছুটি নাই, ছুটে তবু এ 'বাইসিকল' !
শুকায় সরিৎ কূপ,
ছুটে ঘাম ফুটে ধূপ,
ডানে বাঁয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে নাই নাই জল !
আমি কি করি ?
যত মোড়লে ধরি,

হেঁকে কই 'শুন সবে—
এ গাঁয়ে ইঁদারা হবে,
কত চাঁদা দেবে ?'—মোর এই চাকুরি !

আষাঢ়ে চাষার আশা বাড়ে যেয়াদা—
দাদন ছাঁদনে ছেঁদে ঘোরে পেযাদা !
সহরে বরষা ঝরে,
মেঘদূত ঘরে ঘরে,
গাঁয়ে মাঠে কাঠ ফাটে, এ বড় ধাঁধা !
আমি কি করি ?
ঘুরি 'বাইকে' চড়ি',
আল্‌-পথে টাল রেখে,
বেড়াই ইঁদারা দেখে' ;
যোগাই যে চায় তারে কলসি দড়ি !

শ্রাবণে আমন কিছু হয়েছে রোয়া ;
নূতন পাটের ডগা সবুজে ধোয়া।
অবিরল ঝরে জল,
কবিদল চঞ্চল,
পাকা পথে থাক্ দেওয়া সাজানো খোয়া।
দো-চাকা দাঁড়ে,
'বর্ষাতি'টি ঘাড়ে,

পন্ পন্ চলে' যাই.
পড়ি-পড়ি—সামলাই,
নিজে ভিজে' সুখে রাখি চাকুরিটারে !

ভাদ্রেতে ভদ্রতা চলেনাক আর,
কাদায় দো-চাকা ঠেলা—বিষম ব্যাপার !
উপায় গরুর গাড়ী,
—হোক্ না শ্বশুর বাড়ী !
ঘাটে বাটে ধানে পাটে বানে একাকার।
সেবন করি
চা—এবং বড়ি :
কোন্ পথে কত জল ?
বন্ধ কি চলাচল ?--
তদন্তে প্রাণান্ত ;—এই চাকুরি !

আশ্বিনে আস্‌মানে আলোর খেলা ,
নদীকূলে কাশফুলে সাদার মেলা।
প্রবাসী স্ববাসে আসি'.
উভয়তঃ কত হাসি ;
আগমনী গায় বাঁশী ভোরেব বেলা।
তারি বিকেলে,
শোভি 'বাই-সিকেলে' !

আমি কভু তার 'পরে,
সে কভু আমাতে চড়ে,
রাখি এ চাকুরিটারে এ ওরে ঠেলে !

কার্ত্তিকে চারদিকে পেকে উঠে ধান,
মাঝপথে ছুটে মোর দ্বিচক্র-যান।
উড়ে ধূলি ঘুরে চাকা,
অঘ্রাণ দেয় দেখা,
শীতে হিমে আসে জমে' কুলিদের প্রাণ।
ভোরে বেরিয়ে,
আর কত ঘুরি হে !
পাগ্‌লা খেজুর গাছে,
এত রসও জমে' আছে।
'কুমার'-কুমারী পিয়ে গলা জড়িয়ে।

অঘ্রাণ পেয়ে ত্রাণ ক্রমে দিল পাশ ;
আমা ছাড়া সকলেরই এল পোষমাস।
ছুটে' ছুটে' দিকভুল,
ফুটে সরিষার ফুল !
কুয়াশায় ঢাকা গায় মাঘের প্রকাশ।
আমি কি করি,
সেই পা-গাড়ি চড়ি,

পথগুলি দেখি ঘাঁটি'
মাটি বিনা হয় মাটি,
কভু ছুটি কভু হাঁটি, এই চাকুরি!

ফাল্গুন ঝাল-নুন দু'হাতে ছিটায়,
নিস্তার নাই যার পড়ে কাটা ঘায়!
হায় হায় উহু আহা,—
'দুঁহু' সব চায় দোঁহা,
কুহু কুহু পিয়া কাঁহা—বহে মধু বায়!
আশঙ্কা কি?
মোর পরণে থাকি;
শ্রীচরণে সু-ভীষণ
ঘুরে দু' সুদর্শন,
খান মেপে দেখি—প্রেমে সকলই ফাঁকি!

চৈত্রের ক্ষেত্রে যা ফলিল ফসল,
কেটে মেড়ে মেপে দেখি—উঠেনি আসল!
ধূ ধূ করে চারিদিক,
তখনো ডাকিছে পিক—
নূতনে ও পুরাতনে শুধায় কুশল।

আমার যা হয়—
কহ-তব্য তা নয়।
ক্রিং ক্রিং—সর’ ভাই,
নহে যে আছাড় খাই!
যা করি চাকরি করি—জয় তারি জয়!

——০——

বেহালা

আমি বোধ হয় কোন্ জীবনে,
দূর অতীতের কোন্ ভুবনে,
ছিলাম কোন গুণীর হাতের বেহালা ;
অকারণের কান্না হাসি
মুখে যে মোর উঠ্‌ছে ভাসি'—
এ বুঝি সেই পূর্ব্ব জনমের দেয়ালা।

কালের কীটে কেটেছে তার,
নূতন জুড়ি,—সাধ্য কি আর,
বাজারে' তাঁত এ বেহালায় লাগে নি ;
শূন্য আমার বুকের ফাঁকে,
পঞ্জরেরি বাঁকে বাঁকে—
গুন্‌গুনিয়ে ঘুরে হাজার রাগিণী।

প্রভাত শিশুর কল রাগে,
সন্ধ্যা যতির গৃহত্যাগে,
নিশাযোগীর স্তব্ধ ধ্যানের আসনে,
ফাগুন সাঁঝে, শরৎ প্রাতে,
নিদাঘ দিনে, বর্ষা রাতে,
বেহালাকে রাখ্‌তে নারি শাসনে।

ক্ষুব্ধ প্রাণের ব্যাকুলতা,
মৌন সুরের গভীর ব্যথা,
ফুটিয়ে তোলার তীব্র করুণ বেদনায়,
ছিন্ন তারে সহেনা টান,
লোহিত হয়ে উঠে দু'কাণ,
সাধ্য কি মোর গুণীর সুর সাধনায়!

বিশ্বরাজের বাজার মাঝে,
যায় আসে লোক হাজার কাজে,
হেথায় মোরে টাঙিয়ে রাখি আলোকে—
সেই গুণী এই পথে গেলে,
চিন্‌বে হাতের যন্ত্র পেলে,—
পরশে তার উঠ্‌ব বেজে পুলকে!

———

মন-কবি

কাব্যবিহীন মন-কবিরে !
ডুবে' থাক এই ডোবা গভীরে।
নূতন সত্য আর
নাই তোর শোনাবার—
সে কথা চেঁচিয়ে বলে' অপমান হবি রে !
লেখা তোর ছাই—সে তো
জানে, তবু চাইছে তো,
এঁকে যাও, বেপরোয়া হিজিবিজি ছবিরে।
'বাক্য' উলটি' নিলে
'কাব্য' আপনি মিলে—
এ কাজও না পার যদি, মর গে আফিং গিলে'।
বঙ্গবাণীর সাথ
যে দিন অকস্মাৎ
কমল-দ্বীপান্তরে হয়ে গেল সাক্ষাৎ !
যেমন ছুঁয়েছি পা,
চমকি উঠিল মা ;
কঠিন পরশে মার চরণে লাগিল ঘা।
কমল হ'তেও যার অধিক কোমল পাণি—
তারাই পূজেছে আর পূজিবে বঙ্গবাণী !

তা বলে' কি কর্ব্বি—
ওরে হত গর্ব্বী ?
কিছু দিন ধরে' হাতে লাগা তেল চর্ব্বি !
পেতে নে রে শয্যা,
দেখে' শেখ্ চারদিকে ঘট্‌তেছে রোজ যা !
অভাবের লাখো ফুটো বাক্যের ফাঁসে বুনে'
মামুলি প্রেমের নেট্-মশারিটা টাঙিয়ে নে।
তার মাঝে শুয়ে বল্ মশারির নেই আদি—
অনন্ত, অমধ্য, অভেদ্য ইত্যাদি।

যদিও এ জগতের কল্‌জেটা জ্বলছে,
মিথ্যে মিষ্টি কথা সবাই তো বলছে ;
তুইও তাই বল্‌বি ;
বাঁধা পথে চল্‌বি—
আগে পিছে আগাগোড়া আপনাকে ছল্‌বি।
যত কথা লিখে' যায় মহাজন অন্য,
তুই না টুকিবি যদি, সে কথা কি জন্য ?
এ কথাটা বোঝনি—
যাই কর—কেটে যাবে জীবনের রজনী।
মাঝে মাঝে সাঁঝ বেলা
ভিতরে কি দেয় ঠেলা—
হ'লেও তা হ'তে পারে মহাকাব্যের ডেলা।

প্রথমেতে না পোষায়, না পোষাক খরচা—
ছেড়োনাক ছেড়োনাক ছেড়োনাক চর্চ্চা।
হাতে থাকে সঙ্গতি, কাণে যদি ছন্দ—
না হয় হইলে কবি, কথাটা কি মন্দ!
ভয় কি, না ভুলে যদি ভবিষ্য-ভবারে,
তুই তো তখন নাহি রবি রে—
কাব্যবিহীন মন-কবি রে।

অভাগার ভাগ্য

কি নক্ষত্রে জনমি, পড়িনু
বিধাতার আক্রোশে,
যাহা চাই তাহা পাইনা, যা পাই
হারাই কপাল-দোষে।
মুঠা করে' যত চেপে ধরি এই
জীবনটাকে,
পথের ধূলায় ছিটাইয়ে যায়
হাতের ফাঁকে!
সমুখ হইতে তাড়াই মরণে,
পিছনে সে ফেরে চরণে চরণে
দারুণ রোষে;—
যাহা চাই তার বিপরীত পাই
কপাল-দোষে।

ভালবেসে যারে বুকে রাখি, কভু
চরণে সাধি;
আদর-দোলায় সে যবে ঘুমায়,
লুকায়ে কাঁদি;
ভরা গান ভেঙে বীণা যায় থামি',
সহসা সে বলে—আসি তবে আমি—

কাঁদি যে বসে' ;
যারে চাই তারে পেলেও হারাই
কপাল-দোষে !

চাই ধন জন স্বাস্থ্য শান্তি,
অভাবে পাই—
রুগ্না পত্নী, মূর্খ পুত্র,
গোঁয়ার ভাই !
তোমারে জীবনে চাব কি চাব না,
ভুলেও কখনো এমন ভাবনা
ভাবিনে বসে'—
তাই, চাইনে বলিয়া পেয়ে বস যদি
কপাল-দোষে !

মধ্য-পথে

দীর্ঘ পথের পান্থ !
এখনি কি হলি শ্রান্ত ?
এখনো সূর্য্য পড়ে নাই হেলে,
সমুখের ছায়া আগে আগে চলে,—
এরি মাঝে বোঝা নামাইয়া ফেলে'
হ'তে চাস্ তুই ক্ষান্ত ?
ওরে দুর্ভাগা পান্থ !

এত'খন পথ ছিল সিধা,
আসে নাই তাই কোন দ্বিধা।
পথপাশে ছিল পাখীদের গান,
তরুশাখে ছিল মর্ম্মর তান,
তাতেনাই বালু অগ্নিসমান,
ছিল না বিশেষ অসুবিধা—
এত'খন তাই এলি সিধা !
হেথা হ'তে পথচিহ্ন
শত দিকে বিচ্ছিন্ন !
ছায়াতরু পাশে হয়েছে বিরল,
তপ্ত বালুকা জ্বলে ঝলমল,

নিকটে কোথাও নাহি মিলে জল
আপনার আঁখি ভিন্ন ;
লুপ্ত পথের চিহ্ন।

তূলে' নে আবার বোঝা রে।
ফিরে' যাওয়া—সে কি সোজা রে ?
সাথের যাত্রা, পিছালি যাদের,
ফিরে' কি জবাব দিবি রে তাদের ?
জীবনে না হয়, মরণে পশিবি
মরীচিকা-রেখা মাঝারে,
বোঝা তুলে' চল্ সোজা রে !

—:00—

বিফলতার দিনে

আজি এ বিফল জীবনের ভার
তুমি নাও—তুমি নাও ;
মহিমাবিহীন হৃদয়ের লাজ
ধূলি দিয়ে ঢেকে দাও।
মলিন তোমার ধূলি-অঞ্চলে
কত না পড়েছে ঢাকা—
ভ্রষ্ট কুসুম চ্যুত পল্লব
ঝটিকাছিন্ন শাখা !
তাদের সঙ্গে এক শয্যায়
শোয়াইয়ে দাও মোরে,
আবর্জ্জনার ছিন্ন কন্থা
দাও আবরণ করে'।

আজি দুর্দ্দিনে তুহিনপবনে
জমে' গেছে মোর গান,
থেমে গেছে ছল চঞ্চল লীলা,
কলগীতি অবসান।
আকাশ হইতে করগো পরশ
অনল রুদ্র করে,

কেঁদে গলে' বেঁচে যাক এ পরাণ,
অসাড়তা যাক্ ঝরে',
কুলে কুলে যাব প্রাণ বিলাইয়ে—
সে প্রসার আর নাই,
ফল্গুর মত ধূলির নিম্নে
তাই বহিবারে চাই !

আমার ছিল যে কোন সৌরভ,
কোন শোভা শ্যামলতা,
কণ্ঠে যে ছিল কোন সঙ্গীত—
তুলোনা সে সব কথা।
চাহিনাক আমি সহানুভূতির
করুণ অশ্রুপাত—
তৃণের আড়ালে পথে ফেলে' রাখ,
স'ব শত পদাঘাত।

——০——

সাদা পাতা

কবির খাতার সাদা পাতাখানি
সব চেয়ে মোর ভাল লাগে—
আঁকে নাই কবি এখনো সেখানে
ব্যর্থ-প্রয়াস কালো দাগে !
জগতের লোক মিলিয়া সেখানে,
গোল করে চেয়ে কবিমুখপানে—
শুনাও শুনাও নব বাণী ।
ঋষির মতন নিরাকার-লীন
কবি বসে' আছে স্পন্দবিহীন—
চেয়ে তার সাদা পাতাখানি !
নিরাকার ছানি' আঁকিয়াছে কবি
পাতায় পাতায় অসংখ্য ছবি—
তেত্রিশকোটি দেবতা !
সবার ভক্ত মিলে পৃথিবীতে,
কবি বলে তবু পারি নাই দিতে—
ভেবেছিলাম যা দেব তা !

আদিম শুভ্র ভাব-নীহারিকা
বিছান রয়েছে পাতাখানি—

কল্পনা সেথা সৃজেনি এখনো
ভাষা ও ছন্দে টানাটানি !
সৃজন উষার রহস্যে ঢাকা,
অত্যাসন্ন সফলতা মাখা
ছায়ালোকহীন অসীমতা ;
স্পন্দবিহীন নিবিড়ানন্দ,
নিক্কণহীন নিখিল ছন্দ,
শব্দবিহীন কলকথা।
অফোটা ফুলের গন্ধ উঠিছে,
অজাত নদীর বন্ধ টুটিছে,
অচেত কণ্ঠে কাকলি।
কবি বসে' আছে সাদা পাতা খুলে',
আশা আশঙ্কা অন্তরে দুলে
হৃদয়-সিন্ধু উথলি'।

কবির খাতার সাদা পাতাখানি
তাই সব চেয়ে লাগে ভাল ;—
দিব্য শুভ্র কল্পনা যেথা
কালির আঁচড়ে নহে কালো।

সংশয়

বাধাহীন পথে স্বাধীন যাত্রী উড়ে' চলেছিনু একা,
নব বসন্তে কুটীরোপান্তে ভাগ্যে দুজনে দেখা!
চাহিনু কুঞ্জে, মুক্ত কাননে,
পিঞ্জরে, তব মুগ্ধ আননে,
চমকি' বলিনু চিনেছি তোমায় চিনেছি—
চকিতের শুভদৃষ্টিমূল্যে
অপরিচিতা গো, চিরপরিচয় কিনেছি।

হায় সখি, সেকি সত্য যে আজ মিলিয়াছে পরিচয়?
দুজনার মাঝে নাই এতটুকু অচেনার সংশয়!
মাঝে-মাঝে ভয় হয় না কি মনে,
কি ফাঁকে কখন কে পলায় বনে?
কাছাকাছি দুই খাঁচায় দুজনে দুলিয়া,
পাখা কি মোদের হয়েছে বন্ধ,
চিরকাল তরে আকাশ কি গেছি ভুলিয়া?

মিলন স্বপনে চমকে জাগিয়া পাও না তাহার দেখা কি—
পরাণ নিভৃতে জেগে বসে' এক বন্ধনহীন একাকী!
এই প্রাণপণ প্রণয়ের মেলা,
সে তারে কেবল ভাবে ছেলেখেলা;

সে চলেছে যেন জীবনে মরণে ছুটিয়া,
নূতন নূতন মিলনে বিরহে
অসীম পথের পাথেয় লুটিয়া লুটিয়া !

পায়ে পায়ে তাই কসেছি শিকল, হয় যদি কভু ছিন্ন,
থেকে যাবে চির-রক্ত-নিবিড় গভীর বেদনাচিহ্ন ।
জন্মান্তের মিলনের রশি
আর কারো সনে বেঁধে দিলে কসি',
চমকিয়া যেন কেঁদে উঠি মোরা জাগিয়া ;
তোমার আমার এই জনমের
বিরহ ব্যথার লাগিয়া, তীব্র লাগিয়া !

আহুতি

তোমাতে দিলাম আমার আহুতি, হে চির বহ্নিশিখা !
সকল ব্যর্থ প্রয়াস যেখানে লিখিছে মৃত্যুলিখা।
খাঁটি যে সে হয় উজ্জ্বলতর তোমার পুণ্যস্নানে,
তোমার দাহন মাটির প্রাণের কালিমা ফুটায়ে আনে ;
বিফল সাধনা সফল বেদনা তোমারে দিলাম তাই,
দুঃখ নিরাশা ধোঁয়া হয়ে যাক্, সুখ আশা হোক ছাই।

কুসুম চয়ন করিনি তা নয়, গাঁথিতে চাহিনি মালা ;—
আদরে কণ্ঠে তুলি' কেহ পাছে পায় কণ্টকজ্বালা !
হয়ত বালিকা দোলাবে বক্ষে মিলন সাঁঝের ঘোরে,
বাতায়ন পথে ছুড়ে ফেলে দেবে মলিন বিদায় ভোরে ;
নিপুণ মালার দ্বিগুণ জ্বালা যে, বুঝিয়াছি আমি সার—
তোমার ভস্ম ছাড়া এ বিশ্বে নশ্বর সবি আর।

তোমার শিখায় না করিয়া ভয় তাই সাজালাম ডালি,—
ফুল চন্দন, বেল কাঁটা, হবি—সবি দিব তোমা ঢালি'।
স্বর্ণ আপনি হয় উজ্জ্বল তোমারে করিয়া ম্লান,
আমারি মতন অঙ্গারে দহি' আছগো জ্যোতিষ্মান !

আমা হ'তে তব ক্ষণিক দীপ্তি
আনে মোর প্রাণে অসীম তৃপ্তি,

জ্বলে' উঠ তব আহুতি লইয়া আজি আছে মোর যাহা—
তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, ওঁ স্বধা, ওঁ স্বাহা।